কিশোর চট্টোপাধ্যায়
পুলু পেল পিয়ানো

১

ছোটবেলা থেকে পুলু গান গাইত। বাড়িতে প্রচুর রেকর্ড ছিল। আর ছিল এক মস্তবড় গ্রামাফোন। পুলুর সব রেকর্ডের গান মুখস্থ ছিল। পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে পুলু গ্রামাফোন নিয়ে খেলত। খুব মজার খেলা সেই রেকর্ড রেকর্ড খেলা। পুলু নিজেই হয়ে যেত একটা গ্রামাফোন। তার মাথাটা হত রেকর্ড রাখার জায়গা। আর কান মুললেই গ্রামাফোনে দম দেওয়া হত। মাথায় একবার চাঁটি মারলেই পুলু গান শুরু করে দিত। আর একবার চাঁটি মারলে রেকর্ডের উলটোদিকের গানটা গাইত। বাড়িতে প্রায় রোজ বিয়ে লেগে থাকত। আর বিয়েবাড়ি হলেই বাসরঘরে পুলুকে রেকর্ড রেকর্ড খেলা দেখাতে হত। বাসরঘর মাতিয়ে রাখত ছোট্ট পুলু। বড়রা খুব হাসত। পুলুর কিন্তু গান করতে খুব ভালো লাগত। সুতরাং বাড়িতে বিয়ে লাগলে পুলুর খুব আনন্দ হত।

গান করে, নেচে, খেলে, আর বাসরঘর মাতিয়ে পুলুর দিনগুলো বেশ কাটছিল। হঠাৎ বাবার কী হল পুলুকে স্কুলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে ফেললেন। সে যে-সে স্কুল নয়। একদম বোরডিং স্কুল। প্রথমে পুলু খুব কাঁদল। কিন্তু কোনো উপায় নেই। স্কুলে তাকে যেতে হলই। পুলুর সবচেয়ে খারাপ লাগল তার গ্রামাফোনটা ফেলে যেতে। বাবা একবার বললেই সঙ্গে নিয়ে যেত। কিন্তু বাবা একবারও বলল না। সুতরাং গ্রামাফোন আর রেকর্ডগুলো ফেলে রেখেই পুলুকে যেতে হল। কিন্তু যে গানগুলো পুলুর মুখস্থ সেগুলো পকেটে পুরে পুলু নিয়ে গেল।

* * *

স্কুলটা পুলুর ভালোই লাগল। যে হস্টেলে পুলুকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তার সামনে অনেকখানি খোলা মাঠ। মাঠের চারিধারে লম্বা লম্বা গাছ। পুলুর মাঠটা খুব পছন্দ। ক্লাস শেষ হলেই পুলু একলা

মাঠে ঘুরে বেড়াত। মাঠে গুনগুন করে গান করতে ভালোই লাগত। এমনিভাবে পুলুর দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। গ্রামাফোনের জন্য মন কেমন করত কিন্তু কোনো উপায় নেই।

একদিন ক্লাসের পরে পুলু মাঠে ঘুরছে। দ্যাখে যে মাঠে আর-একজন ছেলে হাঁটছে। ছেলেটা পুলুর চেয়ে অনেক বড়। সরু, লম্বা, অনেকটা লম্বা লম্বা গাছগুলোর মতন। নাকটা খুব লম্বা তার উপরে গোল গোল কাচ দেওয়া রূপালি ফ্রেমের চশমা। এইভাবে প্রায় ছেলেটার সঙ্গে দেখা। একদিন এসে ছেলেটা নিজেই পুলুর সঙ্গে কথা বলল।

"কী নাম তোমার?"

"পুলু।"

পুলু গুনগুন করে গান করছিল। লম্বা ছেলেটা বলল, "তুমি তো বেশ ভালো গান করো। চলো আমার সঙ্গে, তোমাকে ভালো গানের রেকর্ড শোনাব।"

রেকর্ডের কথা শুনে পুলু রাজি হয়ে গেল।

ছেলেটা হস্টেলের হলঘরে পুলুকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই পুলু দেখতে পেল একটা গ্রামাফোন। পুলুর দারুণ আনন্দ হল। হলঘরটা বড় ছেলেদের জন্য সুতরাং পুলু কখনো ঢোকেনি। কিন্তু পুলুর কোনো ভয় নেই। সে গ্রামাফোন দেখে আনন্দে আটখানা।

লম্বা ছেলেটা পুলুকে বলল, "তোমার গ্রামাফোন ভালো লাগে?"

এতবড় গ্রামাফোন পুলু কখনো দেখেনি। তার সঙ্গে আবার বিরাট একটা চোঙা।

ছেলেটা বলল, "ঠিক আছে, তুমি ওই সোফাটাতে লক্ষ্মী হয়ে বোসো, আমি তোমায় মিউজিক শোনাচ্ছি।"

একটা বিরাট বাক্স থেকে ছেলেটা কতকগুলো রেকর্ড বার করল। এত বড় বড় রেকর্ডও পুলু কখনো দেখেনি। ছেলেটা গ্রামাফোনের ডিস্কে রেকর্ডটা রাখল তারপরে গ্রামাফোনে দম দিল। রেকর্ড চলতে শুরু করল।

আগেই বলেছি, ছোটবেলা থেকে পুলু গান করত। বাংলা গান। রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু এই লম্বা ছেলেটা যা বাজাল তা তো গান নয়। পুলু মনে মনে ভাবল তবে ওটা কি? এমন আওয়াজ তো কখনো পুলু শোনেনি। পুলুর মন মজল। ভালো লাগল। সে একমনে বাজনা শুনতে লাগল।

রেকর্ড শেষ হলে লম্বা ছেলেটা আর একটা রেকর্ড চাপাল। পুলুর ভীষণ ভালো লাগতে লাগল। লম্বা ছেলেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল পুলুর ভালো লেগেছে। সে বলল, ''এই বাজনাটা কি জান? এটা হল বেঠোফেনের পিয়ানো সনাটা।''

পুলু ভাবল সে আবার কি? পিয়ানো, বেঠোফেন, সনাটা এসব কি আবোলতাবোল বকছে ছেলেটা। লম্বা ছেলেটা আবার বলতে লাগল, ''পুলু তোমার ভালো লেগেছে মনে হচ্ছে। তুমি পিয়ানো বাজানো শিখবে?''

এবার পুলু মুখ খুলল। সে বলল, ''পিয়ানো আবার কি?''

লম্বা ছেলেটা বলল, ''পিয়ানো একরকম বাজনা, যার আওয়াজ তুমি শুনছ। আওয়াজটা তোমার কেমন লাগল?''

পুলু বললে ''ভালো।''

হঠাৎ বাইরে একটা ঘণ্টা বাজল। সেটা খাবারঘরে যাবার ঘণ্টা। পুলুর খুব খিদে পেয়েছিল। সে উঠে পড়ল। লম্বা ছেলেটা বলল, ''তুমি কালকে আবার এসো পুলু, তোমায় আবার বেঠোফেনের বাজনা শোনাব।''

লাফাতে লাফাতে পুলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

পুলুর হস্টেলের ঘর থেকে সামনের খোলা মাঠটা দেখা যেত। সেদিন বিছানায় শুয়ে পুলু কত কি ভাবল। পিয়ানোর আওয়াজ কি ভালো। আর বেঠোফেনই-বা কে? কি অদ্ভুত নাম। আবার যাবে কাল শুনতে। সেই লম্বা ছেলেটা তো তাকে ডেকেছে। কি মজা।

এইসব ভাবতে ভাবতে পুলু মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখল মাঠের উপর কী একটা জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট কালো বাক্সের মতো। লম্বা লম্বা পায়ের নীচে আবার চাকা। ও বাবা ওটা কি?

যেন কোনো এক মস্ত পাখি। তারপর পুলু দেখল জিনিসটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হ্যাঁ, পুলুকেই ডাকছে। এত রাতে হস্টেলের সব ছেলেরা ঘুমোচ্ছে, শুধু পুলুই জেগে আছে। তাহলে পুলু ছাড়া

আর কাকে ডাকবে?

শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকছে না, জিনিসটা আবার বড় বড় শাদা শাদা দাঁত বার করে হাসছে। পুলুর সেই হাসিটি খুব মিষ্টি লাগল। মনে মনে ভাবল, একবার দেখেই আসি না। ওটা কি? লম্বা লম্বা পা, বড় বড় দাঁত, একটা মস্তবড় বাক্স। চৌকো না, লম্বাও না, কেমন যেন আস্ত। আস্তে আস্তে পুলু বিছানা ছেড়ে নামল। খুব আস্তে, যদি অন্য ছেলেদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর দরজার বাইরে এসেই এক দৌড়ে মাঠ।

পুলুর মনে হল, সে একটা বিরাট আনন্দের হাসির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাসির কাছে গিয়ে পুলু থামল। দেখল কালো বাক্সের গায়ে হাসি লেগে আছে। লম্বা লম্বা শাদা দাঁত, আবার সেই শাদা দাঁতের ওপর কালো কালো, লম্বা লম্বা আঙুলের মতন কি লেগে আছে। কাঠের বাক্সটা কিরকম অদ্ভুত। লম্বাও না, চৌকোও না। কেমন যেন অন্য রকম। চকচকে পালিশ করা কাঠ। তার উপর দিয়ে হাত বোলাতে পুলুর বেশ ভালো লাগল।

পুলু সেই না-লম্বা, না-চওড়া বাক্সের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ মনে হল বাক্সটা কথা বলছে। পুলুর স্পষ্ট মনে হল তার নাম ধরে কে ডাকছে।

"এই পুলু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

পুলু প্রথমে এমন একটা ভান করল যেন সে কথাটা শুনেও শুনতে পেল না। আবার শুনল বাক্সটা বলছে। "এই পুলু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

তারপরেই একটা মজার ব্যাপার হল।

বাক্সটা তার সেই হাতছানি দেওয়া হাত দিয়ে পুলুকে পাকড়াল। বিশাল বড় হাত পুলুকে পাকড়েই তার সেই হাসি হাসি দাঁত-বের-করা মুখের সামনে নিয়ে এল। পুলুর কোনো ভয়ডর নেই। তার বেশ মজার লাগল। পুলুকে পাকড়ে সেই হাত একদম বাক্সের মুখের সামনে নিয়ে গেল। এইবার পুলু স্পষ্ট শুনল সেই বাক্স বলছে,"এই পুলু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

পুলু কিছু না ভেবে বলল, "হ্যাঁ যাব। কিন্তু তোমার নাম কি?"

বাক্স বললে, "আমার নাম পিয়ানো।" সঙ্গে সঙ্গে সেই লম্বা দাঁতগুলো খিলখিল করে হেসে উঠল। পুলুর মনে হল কি মিষ্টি সেই আওয়াজ।

হ্যাঁ, এই তো সেই আওয়াজ যা পুলুকে সেই লম্বা ছেলেটা শুনিয়েছিল। হ্যাঁ এই বাক্সটা তাহলে ঠিক

বলেছে। সে পিয়ানো। আনন্দে আটখানা পুলু তড়াক করে হাত থেকে বেরিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। তারপর পিয়ানোর চারধারে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে লাগল।

"পিয়ানো, পিয়ানো, আমি পেয়েছি পিয়ানো। কি মজা! পিয়ানোর সঙ্গে আমি পিয়ানোর দেশে যাব।"

এই বলে ছোট্ট পুলু পিয়ানোর চারধারে নাচতে লাগল।

আবার সেই হাত এসে পুলুকে পাকড়াল। হাত পিয়ানোর মুখের কাছে পুলুকে আবার নিয়ে গেল। দাঁতগুলো হেসে হেসে বেজে বলে উঠল "পুলু যাবে আমার সঙ্গে বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্টের দেশে?"

কে তারা? কোথায় তাদের দেশ? কিছু না ভেবেই পুলু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "যাব যাব।"

হাতটা পিয়ানোর মাথার উপর পুলুকে বসাল। তারপর পিয়ানো তার চাকা দিয়ে মাঠের উপর ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে বাক্সটা হাওয়ায় উড়ল। এরোপ্লেনের মতন। এরোপ্লেন না পিয়ানোপ্লেন। পিয়ানোপ্লেনের উপর পুলু বসে। পিয়ানো পুলুকে গান করতে বলল। পুলু গাইল—

বাখ, মোৎসার্ট বেঠোফেন
তাদের দেশে যাবে পিয়ানোপ্লেন
দূর দূর দূর
উড় উড় উড়
সুর সুর সুর
ঘুর ঘুর ঘুর
আরো দূর, অনেক দূর
যাব পিয়ানোপুর
পিয়ানোপুর

পিয়ানো বললে, "বা পুলু, তুমি তো বেশ গাও। হ্যাঁ, আমি পিয়ানোপুরেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কী করে জানলে?"

পুলু গাইল—

পিয়ানোপুরের মজার সুর
নিয়ে যাবে আমায় অনেক দূর
কাটা সুর, গোটা সুর
লম্বা সুর বেঁটে সুর
নিয়ে যাবে দূর
অনেক দূর অনেক দূর

পিয়ানো বললে, "তুমি তো বেঠোফেন শুনেছ। পিয়ানোপুরে বেঠোফেন থাকে। চলো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আরো অনেকে থাকে বাখ, মোৎসার্ট, শুর্বাট। তাদের সবাইকার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।"

পুলু গাইল—

বাখ কে জানি না
তিন তা ধানি না
মোৎসার্ট শুর্বাট
বাপরে কি বিভ্রাট।

পিয়ানো আবার হাসল। সেই মজার হাসির সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পিয়ানো বলল, "বিভ্রাট- টিভ্রাট নয়। তারা খুব ভালো মানুষ। চমৎকার মজার লোক। তোমার খুব ভালো লাগবে আলাপ করলে। এই তো এসে গেছি। আর বেশি দেরি নেই। ওই যে ওই মেঘের মধ্যে দিয়ে পিয়ানোপুরের সরু সরু কালো লাইন দেওয়া শাদা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওই শাদা কাগজের রাস্তার উপর থাকি আমি। ওখানেই থাকে বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্ট। ওই তো দূরে তাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলু রেডি, স্টেডি এইবার আমি নামছি।"

পুলু বলল, "আচ্ছা পিয়ানো, আমি ওদের কী বলে ডাকব? চাচা, না দাদা, না মামা।"

পিয়ানো বললে, "ওদের নাম বড় মিষ্টি, শুধু ওদের নাম ধরে ডেকো। ওই তো নীচে আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলু, চুপ করে বোসো।"

২

আকাশ থেকে নামতে নামতে পুলু দেখতে পেল যে পিয়ানো একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়িটার দরজার সামনে এসে পিয়ানো থামল। বাড়িটা ভারী ভালো লাগল পুলুর। ছোট্ট গেট। চারদিকে ফুলের বাগান। বাড়িটার মাথায় খড়ের ছাদ। ছবির বইতে এইরকম বাড়ি পুলু দেখেছে। পুলু জানত, এইরকম বাড়িকে বলা হয় কটেজ। পুলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল পিয়ানোপুরের সব বাড়িগুলো একরকম কটেজ-কটেজ। আর গেটের বাইরে রাস্তা শাদা আর তার ওপর সরু সরু কালো লাইন। আর লাইনের ওপর ছোট্ট ছোট্ট পাখির মতন কি সব নাচছে।

পিয়ানো বাড়ির কড়া নেড়ে বলল, "চলো আমার চার দাদার সঙ্গে তোমার আলাপ করে দেব।" দরজা খুলে গেল। পুলু দেখল, পিয়ানোর মতন, ঘরের মধ্যে আরো অনেকগুলো পিয়ানো রাখা। কিন্তু তারা পুলুর পিয়ানোর চেয়ে অনেক ছোট। তাদের রং পিয়ানোর চেয়ে অনেক হালকা। আবার তাদের গায়ে নানান রকমের ছবি আঁকা।

পুলু আর পিয়ানোকে দেখে তারা সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। আর কি মধুর সেই হাসির আওয়াজ। পিয়ানোর চেয়ে একটু অন্য রকম। টুং টাং টুং টাং নানান রকমের ঘণ্টার আওয়াজ। পুলু দেখল তাদেরও পিয়ানোর মতন শাদা শাদা দাঁত। কিন্তু দাঁতগুলো অনেক ছোট ও অনেক কম। তাদের হাসির আওয়াজ কিন্তু ভীষণ সুন্দর। পুলুর মনে হল জলের মধ্যে কে যেন আঙুল চালিয়ে দিল। পুলু ভাবল এই পিয়ানো-পরিবার কি অদ্ভুত। এরা সবাই পিয়ানোর দাদা অথচ সবাই অনেক ছোট। পিয়ানো যেন পুলুর মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, "আমার দাদারা আমার চেয়ে দেখতে অনেক ছোট কিন্তু বয়সে অনেক বড়। এই হল আমার ভারজিনালদাদা। এর বয়স এখন প্রায় পাঁচশো বছর। আমার দাদা শেক্সপিয়ারকে খুব ভালো করে চিনতেন।"

পুলু শেক্সপিয়ারের নাম বইতে পড়েছে। মনে মনে ভাবল বাবা! শেক্সপিয়ার তো বিরাট ব্যাপার। পিয়ানোকে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা শেক্সপিয়ার কি ভারজিনাল বাজাতেন?"

পিয়ানো বললে, "ঠিক বলা মুশকিল। কিন্তু তখনকার সময় যাঁরা গান নিয়ে চর্চা করতেন, যেমন ডাউলান্ড, বার্ড কিংবা পারসেল তারা সবাই ভারজিনাল বাজাতেন। ভারজিনালদাদার মুখে শুনেছি যে ইংলন্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথও ভারজিনাল বাজাতেন। আমার দাদা আসলে রেনেসাঁস সময়কার লোক। সে যুগে সবাই ভারজিনাল বাজাতেন।"

পুলু বইতে রেনেসাঁসের কথা পড়েছিল। তাই গম্ভীর মুখ করে মাথা নাড়ল। দেখল ভারজিনালদাদা তার ছোট্ট ছোট্ট দাঁত বার করে হাসছে।

এইবার পিয়ানো পুলুকে তার স্পিনেটদাদা এবং তারপর ক্লেভিকর্ড ও হারপসিকর্ডদাদার সঙ্গে আলাপ করে দিল। সবাইকার বয়স প্রায় তিনশো, চারশো বছর আর ভারজিনালদাদার মতোই দেখতে।

পুলু জিগ্যেস করল, "আচ্ছা পিয়ানো তোমার কত বয়স?"

পিয়ানো বললে, "আমার? আমার মাত্র দুশো বছর চলছে।"

পুলুর অঙ্ক কোনো কালেই ভালো ছিল না। সে একটা যোগ-বিয়োগ করতে বসল।

কত শত কত শত
গুনছি খালি এত এত

পিয়ানো বললে, "তুমি তো খালি আমার আওয়াজ শুনেছ। বেঠোফেন কিন্তু খালি পিয়ানোর জন্য লেখেননি।"

পুলু বলল, "কি লেখেননি?"

পিয়ানো বলল, "পুলু তুমি তো খালি গান গান কর। আমাদের আওয়াজকে গান বলে না, বলে মিউজিক।"

পুলু বলল, "মিউজিক কি?"

পিয়ানো বলল, "যে আওয়াজ শুনতে মিষ্টি লাগে তাকে বলা হয় মিউজিক। আমার ও আমার দাদাদের আওয়াজ হল মিউজিক। মিউজিক তৈরি করা যায় লিখে। বেঠোফেন মিউজিক লেখেন আমায় নিয়ে এবং আমাদের মতন পিয়ানোপুরে আরো অনেকে আছে তাদের নিয়ে। এখন চলো, তাদের সঙ্গে তোমার

আলাপ করে দি। তাদের আওয়াজও মিউজিক। তাদের কারো নাম ভায়লিন, কারো নাম চেলো বা ফ্লুট। আমরা সকলেই খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই। আমার ভায়লিন ভাই, ভিয়োলা ভাই, ট্রামপেট ভাই, ক্লারিনেট ভাই, অনেক ভাই। আমরা সকলেই হলাম মিউজিক তৈরি করার যন্ত্র। এবং আমাদের সাহায্যে যাঁরা মিউজিক তৈরি করেন তাদের বলা হয় কম্পোজার। যেমন বেঠোফেন, যেমন মোৎসার্ট। আমরা কখনো আলাদা আলাদা ভাবে আওয়াজ করি আবার কখনো একসঙ্গে আওয়াজ করি। এই একসঙ্গে আওয়াজ-করাকে বলা হয় অরকেস্ট্রা।"

পুলু পিয়ানোকে বলল, "লক্ষ্মী ভাই পিয়ানো, তুমি একটু থামো। আমায় একটা খাতা পেনসিল দেবে? অনেক নতুন নতুন কথা শিখছি তোমার কাছে। অনেক নতুন নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, হবে। সব লিখে রাখব।"

পিয়ানো বললে, "ঠিক আছে দিচ্ছি। এই নাও। কিন্তু এবার চলো ভায়লিনদের বাড়িতে।"

পুলু পিয়ানোকে থামাল।

"পিয়ানো তোমার হারপসিকর্ড, ক্লেভিকর্ডদাদাদের আমার খুব ভালো লেগেছে আর একটু থাকি ওদের সঙ্গে?"

পিয়ানো বললে, "বাখ, ডাউলান্ড, কুপেরাং, হ্যান্ডেল, স্কারলাটি এরা সব আমাদের দাদাদের নিয়ে খুব ভালো মিউজিক লিখেছেন। দাদাদের অনেক রেকর্ড আছে। তোমাকে কিছু দেব, তোমার হস্টেলে তো গ্রামাফোন আছে, ফিরে গিয়ে শুনো। এখন চলো, ভায়লিনদাদা অপেক্ষা করছে।" পুলু নোটবইতে সব লিখল। তারপর পিয়ানোর হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

আবার সেই শাদা রাস্তা। রাস্তার উপর সরু সরু কালো কালো লাইন। আর লাইনের উপর সেই ছোট্ট ছোট্ট কালো পাখি নাচছে। পুলুর মনে হল একটা হালকা সুর ভেসে আসছে পায়ের তলা থেকে। পিয়ানোকে জিগ্যেস করল, "তোমাদের রাস্তা শাদা আবার তার ওপর হাঁটলে মিউজিক বাজে, কী ব্যাপার বলো তো?"

পিয়ানো বলল, "পিয়ানোপুরে কাগজের রাস্তা। এই কাগজের উপর মিউজিক লেখা হয়। একে বলে

স্কোর। যখনই মিউজিক লিখতে ইচ্ছে করবে, রাস্তাটা একটু ছিঁড়ে মিউজিক লিখতে পারো। বেঠোফেন এই রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটেন। হাঁটতে হাঁটতে তার মাথায় যদি কোনো সুর আসে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাটা একটু ছিঁড়ে তিনি সুরটা লিখে ফেলেন। নইলে সুরটা যে হারিয়ে যাবে। পিয়ানোপুরের রাস্তা আবার সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে যায়।"

এই মজার রাস্তা দিয়ে হেঁটে একটু পরেই পিয়ানো পুলুকে নিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এই হল ভায়লিনদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে পুলুর সঙ্গে আলাপ হল ভায়লিন-পরিবারের সব যন্ত্রের সঙ্গে। যেমন ভায়লিন, ভিয়োলা, চেলো আর ডাবলবেশ। তারা পুলুর সঙ্গে হাত মেলাল। তাদের আওয়াজ পুলুর অসম্ভব ভালো লাগল।

পিয়ানো ভায়লিনকে দাদা বলছিল, সুতরাং এই বেহালার মতন দেখতে যন্ত্রটা যে বয়সে বড় পুলু তা বুঝল।

ভায়লিন বলল, "আমার বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু এখন আমায় যা দেখছ তার জন্য আমি স্টাডিভারি বলে একজন লোককে ধন্যবাদ দেব। তিনশো বছর আগে যখন স্টাডিভারি আমার পুরোনো চেহারা অদলবদল করে আমায় নতুনভাবে তৈরি করল তখন সবাই আমার নাম দিল 'স্টাডিভারিয়াস' এবং সেই সময় থেকে শুরু হয় 'দি এজ অফ দি ভায়লিন' অর্থাৎ ভায়লিনের যুগ। একটু-আধটু অদলবদল হয়ে আমার চেহারা মোটামুটি ওই রকমই আছে। আর পুলু আমার আওয়াজ কত সুন্দর হতে পারে তা শুনতে গেলে তোমায় ভিভালদি, কোরেলি, লকাটেলি, টোরেলি, টারটিনি শুনতে হবে। তারা সবাই পিয়ানোপুরে থাকে, দেখা হয়ে যাবে।"

পিয়ানো বললে, "না ভাই ভায়লিনদা, সবার সঙ্গে দেখা করার সময় নেই। পুলুকে আবার হস্টেলে ফিরে যেতে হবে। তাই শুধু বড় কম্পোজারদের সঙ্গে পুলুর আলাপ হবে। সময় কম। কিন্তু কিছু কম্পোজারদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে। ওরা তো সারাক্ষণ মিউজিকের কাগজের উপর দিয়ে হাঁটছে।"

পুলু বললে, "পিয়ানো, কম্পোজার কাকে বলে?"

পিয়ানো বললে, "সরি তোমায় বলিনি বুঝি। আগেই বলেছি বোঠোফেন মিউজিক লেখেন। বেঠোফেনের মতন আরো আছে। যেমন বাখ যেমন মোৎসার্ট। তাদের সবাইকে কম্পোজার বলা হয়।

অর্থাৎ যিনি মিউজিক লেখেন তিনি হলেন কম্পোজার। ছোটবড় অনেক কম্পোজার আছে। সবাই পিয়ানোপুরে থাকে।''

ভায়লিন বললে, ''জানি না, তোমার সঙ্গে পাগানিনির দেখা হবে কিনা। কিন্তু সে হল একদম ভায়লিনের জাদুগর। আমার কিছু পাগানিনির মিউজিকের রেকর্ড আছে তোমায় দিয়ে দেব।''

পুলু নোটবই বার করে সব নতুন নতুন নাম লিখল। তার মনে অনেক প্রশ্ন জাগল। আচ্ছা ভায়লিন বড়, না, পিয়ানো বড় মিউজিকের দিক থেকে?

ভায়লিন নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দিল। ''তুমি কি ভাবছ আমি জানি। পিয়ানো তো সেদিনের ছেলে। মোটে দেড়শো কি দুশো বছর বয়স। আমি তার আগে চারশো বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছি। বললাম না তোমায় 'দি এজ অফ দি ভায়লিন'। হ্যাঁ লিখে নাও। ইটালি বলে এটা জায়গায় আমার প্রচুর চাহিদা ছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভায়লিন কম্পোজার ওখানে কাজ করেছে। তাদের নাম তোমায় এক্ষুনি বললাম। তারা এবং বাখ ও হ্যান্ডেল আমার মর্ম বুঝত। পিয়ানো আসার আগে আমার ছিল একচেটিয়া। তারপর হল পিয়ানোর জন্ম—এল পিয়ানোর যুগ। এল সোঁপা ও লিস্‌টের মতন কম্পোজার যারা কেবল পিয়ানোর জন্যে লিখেছে। লিখল বেঠোফেন ও মোৎসার্ট তাদের পিয়ানো সনাটা আর পিয়ানো কনচেরটো। ফলে পিয়ানো দাঁড়িয়ে গেল আমার পাশে। এখন আমরা সমান সমান। আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। আমরা সন্দেশ, রসোগোল্লার মতন। দুজনেই খেতে ভালো। দুজনেই সমান সমান। আমরা যখন একসঙ্গে বাজাই দারুণ ভালো লাগে। যেমন মোৎসার্ট, বেঠোফেন ও ব্রামসের পিয়ানো ভায়লিন সনাটা।''

পুলু নোটবই বার করে সব লিখল। তারপর পিয়ানোর দিকে একটু তাকাল।

পিয়ানো একটু হেসে বললে, ''পুলু এই পিয়ানোপুরে তুমি অনেক কিছু দেখবে, শুনবে। পরে তোমায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে 'সনাটা' কী বা 'কনচেরটা' কী? এখন তোমার নোটবইতে লিখে রেখেছ ভালো করেছ। আগে তোমার আমাদের অরকেস্ট্রার সকলের সঙ্গে আলাপ হোক। এই যে ভিয়োলাদা এসে গেছে।''

পুলু দেখল ভিয়োলার গলাটা ভায়লিনের চেয়ে একটু মোটা। দেখতে একদম ভায়লিনের মতন। দেখে মনে হয় যমজ ভাই। শুধু ভিয়োলা বোধ হয় একটু বড়।

গম্ভীর গলায় ভিয়োলা বললে, ''আমার গুরু হল মোৎসার্ট ও শুর্বার্ট। আমার আসল চেহারা কী তোমায় জানতে হলে পুলু তোমার মোৎসার্টের স্ট্রিং কোয়ারটেট ও শুর্বার্টের স্ট্রিং কোয়ারটেট শোনা দরকার। আর একজন আমার জন্য দারুণ লিখেছে সে হল হেক্টার ব্যারলিওজ। আহা তার 'হ্যারল্ড ইন ইটালি'তে আমার দারুণ কাজ আছে। কী করেছে আমার জন্য ব্যারলিওজ তার এই 'হ্যারল্ড ইন ইটালি'তে। তোমায় একটা রেকর্ড দিয়ে দেব। কারণ ব্যারলিওজের সঙ্গে আলাপ করার সময় হয়তো তুমি পাবে না।''

নোটবই বার করে পুলু সব লিখল। ব্যারলিওজ নামটার পাশে লিখল—হ্যারল্ড ইন ইটালি শুনতেই হবে। ভায়লিন সব কথা শুনছিল। সে বলল, ''মানছি ভিয়োলাভাই যে তোমার জন্য ব্যারলিওজ অনেক করেছেন। কিন্তু আমার জন্য ক্ষ্যাপা পাগানিনি কম করেনি। কী বাজাত। মনে হত সুরের আগুন। পাগানিনিকে আমি কখনোই ভুলব না।'' ভিয়োলা মাথা নাড়ল আর পুলু নোটবইতে লিখল—ব্যারলিওজ মানে—ভিয়োলা, পাগানিনি মানে—ভায়লিন। সে মনে মনে ঠিক করল হস্টেলে ফিরে গিয়ে সেই লম্বা ছেলেটাকে জিগ্যেস করবে পাগনিনি আর ব্যারলিওজের কোনো রেকর্ড আছে কিনা।

এইবার আলাপ হল চেলোর সঙ্গে। ঘরের একটা কোনায় সোফায় চেলো বসেছিল। পুলুকে দেখে উঠে এসে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ''পুলু তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার আওয়াজ কেমন লাগছে বলো।''

পুলুর ভীষণ ভালো লাগল চেলোর আওয়াজ। গম্ভীর। ছায়ার মতন শান্ত। পুলু দেখল ভায়লিন ভিয়োলা দুই ভাইয়ের চেয়ে চেলো অনেকটা বড়। আওয়াজটাও আরো মেজাজি। কেমন যেন মন ভুলিয়ে দেয়। চেলো বলল, ''পুলু আমাকে শুনতে হলে তোমায় শুনতে হবে বাখের ছটা চেলো সুইট, আর শুনতে হবে ভিভালদির চেলো সনাটা, চেলো কনচেরটো, বেঠোফেনের চেলো সনাটা এবং ভোরসাকের চেলো কনচেরটো ও আট নম্বর সিম্ফনি।''

পুলু নোটবই বার করে তরতর করে লিখতে শুরু করে দিল। মনে মনে ভাবল এই কনচেরটো আর সিম্ফনি কী? আচ্ছা এই ভিভালদির কথা তো সবাই বার বার বলছে, আলাপ করা যায় না? পিয়ানো তার মনের কথা সব বুঝল। বললে, ''আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করেছি পুলু। কম্পোজারদের কাছ থেকে তুমি কনচেরটো বা সিম্ফনি কী, তা বুঝবে। আশা করছি ভিভালদির সঙ্গে তোমার আলাপ হবে।

আর রেকর্ড তো তোমায় দেব। হস্টেলে ফিরে গিয়ে তুমি শুনো। মনে রেখো—

পিয়ানো ভায়লিন চেলো
মিউজিকের তিন আলো
তিন ভাইয়ের তিন সুর
মনকে নিয়ে যায় অনেক দূর

আমরা তিনজন যখন একসঙ্গে বাজাই সেই বাজনার নাম হল পিয়ানোট্রিও। হায়ডেন, মোৎসার্ট ও বেঠোফেন তিনজনই খুব চমৎকার পিয়ানোট্রিও লিখেছেন। আর বেঠোফেন আমাদের তিন ভাইদের জন্য একটা কনচেরটো লিখেছেন তাকে বলা হয় ট্রিপ্‌ল কনচেরটো। পরে শুনো, এখন নোটবইতে লিখে রাখো।''

ভায়লিন বলল, ''পিয়ানো তুমি এখন একটু থামো। আমি পুলুর সঙ্গে ডাবলবেশের আলাপ করে দি।''

পুলু দেখল যে ঘরের এক কোণ থেকে একটা তেঢ্যাঙা লম্বা জিনিস তার দিকেএগিয়ে আসছে। বাবা! কি লম্বা। ডাবলবেশ বলল, ''আমার আওয়াজ তুমি সব জায়গায় শুনবে। সব অরকেস্ট্রায় আমি আছি। বাড়ি তৈরি করতে যেরকম ভিত দরকার হয়, সেইরকম আরকেস্ট্রার ভিত হলাম আমি।''

পুলু বলল, ''আচ্ছা ডাবলবেশদাদা ভায়লিন ভিয়োলার মতো তোমার কোনো স্পেশাল বন্ধু নেই?''

''আছে রে পুলু আছে। তুমি শুর্বার্টের ট্রাউট কুইনটেট শুনো। দারুণ লাগবে। আমার খুব বড় পার্ট আছে। আর একজন কম্পোজার আমার জন্য লিখেছে আলাদা ভাবে। সে হল ডিটারস ভন ডিটারসডর্ফ। তার কিছু ডাবলবেশ কনচেরটো আছে। তোমাকে তার একটা রেকর্ড আমি উপহার দেব। হস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনো।''

পুলু সব তার নোটবইতে লিখল। লম্বা ছেলেটাকে সে ফিরে গিয়ে বলবে, ''এই ডিটারস ভন ডিটারসডর্ফ শোনাও। ডাবলবেশের পাশে লিখল—দারুণ আওয়াজ। এত গম্ভীর আওয়াজ আমি কখনো শুনিনি। যেন সিংহের ডাক। সিংহ যদি গাইতে পারত তাহলে ডাবলবেশ হত। আরো লিখল, শুর্বার্টের 'ট্রাউট কুইনটেট' শুনতে হবে। পিয়ানো তো বলেছে শুর্বার্টের সঙ্গে দেখা হবে। তখন মনে করে জিগ্যেস করতে হবে।

ডাবলবেশের সঙ্গে আলাপ হবার পরেই পিয়ানো পুলুকে বলল, "এবার চলো, আমার উডভিন্ড ভাইদের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দি।"

* * *

আবার সেই শাদা কাগজের রাস্তা। শাদার উপর সরু সরু কালো লাইন আর তার ওপর সেই ছোট্ট ছোট্ট কালো পাখির নাচ। রাস্তা থেকে একটা নতুন সুর ভেসে আসছিল। পুলু বললে, "এই সুরটা কী পিয়ানো?"

পিয়ানো বললে, "আমরা উডভিন্ডদের বাড়ির কাছে তাই উডভিন্ড বাজছে। তুমি শুনছ আলবিনোনির ওবো কনচেরটো।"

পুলু বললে, "দারুণ মিউজিক, কিন্তু উডভিন্ড আবার কি?"

পিয়ানো বলল, "পুলু একটু মাথা খাটাও। উড মানে তুমি জান আর ভিন্ড হল হাওয়া। অর্থাৎ যে মিউজিকযন্ত্র কাঠ দিয়ে তৈরি ও হাওয়া দিয়ে বা ফুসফুসের দমে চলে তাদের বলা হয় উডভিন্ড। ঠিকমতো ফুঁ দিলেই আমার উডভিন্ড ভাইবোনেরা বেজে উঠবে।"

একটু চলার পরেই পিয়ানো একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় কড়া নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, "কি পিকোলো ফ্লুট তোমরা বাড়ি আছ?"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে অপূর্ব আওয়াজ ভেসে এল। পুলুর মনে হল যেন অসংখ্য প্রজাপতি গান গেয়ে উঠল। দরজা খুলল একটা বাঁশি। পুলু বাঁশি চিনতে পারল। কিন্তু এ বাঁশি একটু অন্য রকম, কাঠের তৈরি নয়। পুলুর মনে হল রুপোর তৈরি। ঝকঝক করছে। পিয়ানো বলল, "ফ্লুটদিদি দেখো আমি কাকে নিয়ে এসেছি।"

ভারী মিষ্টি গলায় ফ্লুট বলে উঠল, "এসো পুলু আমরা তিন বোন, ফ্লুট, পিকোলো, ওবো তোমার অপেক্ষা করছিলাম। আমার নাম ফ্লুট আর এ হল আমার ছোট বোন পিকোলো, আর ওবোদিদিকে তুমি একটু পরেই দেখতে পাবে, ও আলবিনোনির বাড়ি গেছে এক্ষুনি আসবে।"

পুলু দেখল পিকোলোর গলার আওয়াজটা ফ্লুটের চেয়ে আরো অনেক সরু।

পিকোলো বললে, "ভিভালদির একটা পিকোলো কনচেরটো আছে তুমি শুনেছ পুলু?"

পুলু নোটবই লিখতে লিখতে বলল, "পিয়ানো বলেছে ভিভালদির সঙ্গে আলাপ করে দেবে। আচ্ছা ফ্লুটদিদি সবাইকার তো কনচেরটো আছে তোমার নেই?" ফ্লুট একটু মিষ্টি হেসে বলল, "পুলুভাই অনেক আছে। তবে সবচেয়ে সুন্দর ওই ভিভালদিরগুলো। গ্লুকও খুব চমৎকার কাজ লিখেছেন আমার জন্য, তার অপেরা 'ওরফিউস আর ইয়োরেডিচে'তে। আর লিখেছে মোৎসার্ট তার অপেরা ম্যাজিক ফ্লুটে। তাছাড়া আছে মোৎসার্টের দুটো কনচেরটো, কিছু ফ্লুট কোয়ারটেট। আর একটা কনচেরটো আছে আমার হারপদিদির সঙ্গে।"

পিয়ানো শুনছিল। বলল, "পুলু লিখছ নোটবইতে, লিখে নাও। কোয়ারটেট আর অপেরা কী পরে বুঝতে পারবে। হায়ডেনসাহেবকে বলব বুঝিয়ে দিতে। হায়ডেন তো কোয়ারটেটের জন্মদাতা।" পুলু নোটবইতে সব লিখল। ফ্লুট বলে চলল, "আমার এক দাদা আছে। কাঠের তৈরি। তার নাম রেকর্ডার। বয়স অনেক। ভিভালদি ও টেলেমানের অনেকগুলো রেকর্ডার কনচেরটো আছে। রেকর্ডারদাদার রেকর্ড কিছু তোমায় দিয়ে দেব পুলু।" পুলু মনে মনে ভাবল, আবার সেই ভিভালদি। ও তো দেখছি প্রায় সব মিউজিকযন্ত্রের উপর কনচেরটো লিখেছে।

পিয়ানো মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, "হ্যাঁ পুলু, আমাদের ভাইবোনেদের সব্বাইকে খুশি করেছেন ওই ভিভালদি। আমি তখন জন্মাইনি নইলে আমার উপর একটা-দুটো কনচেরটো নিশ্চয়ই লিখতেন। ভিভালদি পিয়ানোপুরের গির্জায় থাকেন। দেখিয়ে আনব।"

হঠাৎ দরজায় কে কড়া নাড়ল। ফ্লুট বলে উঠল, "নিশ্চয়ই ওবোদিদি ফিরে এসেছে।" পুলু দেখল ওবোদিদি কুচকুচে কালো আর গায়ে নানানরকম রূপালি গয়না পরে আছে। গলার আওয়াজ ভারী মিষ্টি। মনে হল একসঙ্গে অনেকগুলো ফুল ফুটল।

ওবোদিদি বলল, "পুলুভাই একটু কাছে এসো, আমি কানে কম শুনি। আসলে আমি এদের সবাইকার চেয়ে বড়। বড়দি বলতে পার। খালি হারপ আমার চেয়ে বয়সে হয়তো বড়। সেই বাবা আদমের যুগ থেকে আমি আসছি। রেনেসাঁস-টেনেসাঁসের অনেক আগে থেকে। কিন্তু আমার আসল রূপ দেখিয়েছেন ওই হ্যান্ডেলসাহেব। কি সুন্দরভাবে আমায় সাজিয়েছেন হ্যান্ডেল। আলাপ করতে যেও। প্রচুর খাওয়াবেন। খুব খেতে ভালোবাসেন তো। আর একজন আমায় খুব ভালোভাবে চেনে সে হল টোমাসো আলবিনোনি। আলবিনোনির বাড়ি থেকেই তো আমি আসছি। আবার একটা ওবো কনচেরটো তার

মাথায় এসেছে। অনেকগুলি লিখেছেন তিনি। তোমায় আমি কয়েকটা রেকর্ড দিয়ে দেব। দারুণ মিষ্টি আওয়াজ।

পুলু বলল, ''আমি রাস্তায় আসতে আসতে শুনেছি। দারুণ লাগল।''

এবার ওবোদিদি পুলুর সঙ্গে ক্ল্যারিনেট ও বাসুনের আলাপ করে দিল। পুলুর মনে হল ক্ল্যারিনেটের আওয়াজের মধ্যে কোথায় একটা দুঃখ দুঃখ ভাব আছে। অনেকটা চেলোর যেমন দুঃখ দুঃখ ভাব। ছায়ার মতন। হালকা অন্ধকার। ক্ল্যারিনেট অনেক কথা বলল। মোৎসার্ট আর ব্রামসের সঙ্গে আলাপ করতে বলল। মোৎসার্টের ক্ল্যারিনেট কুইনটেট ও কনচেরটো ও ব্রামসের ক্ল্যারিনেট কুইনটেটের কথা। ক্ল্যারিনেট বার বার করে বলল, কারল মারিয়া ফোন ওয়েবারের কথা। তার ক্ল্যারিনেট কুইনটেট ও দুটো কনচেরটোর কথা। পুলুর সব নেটবইতে লেখা হয়ে গেল। পুলুর দারুণ ভালো লাগল বাসুনভাইকে। ভীষণ মজার। শুনলে হাসি পায়। বাসুনভাই অনেক হাসাল। বলল মোৎসার্ট ও ভিভালদির বাসুন কনচেরটোর কথা। ওয়েবারের বাসুনের কাজের কথা। বাসুনভাই এও বলল যে তার একটা অন্য দিক আছে সেটা চাইকোভ্স্কির প্যাথেটিক সিম্ফনির আরম্ভ শুনলে বোঝা যায়। আর বোঝা যায় ব্রামসের দ্বিতীয় সিম্ফনি শুনলে।

পুলু সব নোট বইতে লিখল। মনে মনে বলল আগে সিম্ফনি ব্যাপারটা কী বুঝি তারপর শুনব।

পিয়ানো বলল, ''এবার চলো আমরা ব্রাস ব্রাদারসের কাছে যাই।'' কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে পুলু বেঁকে বসল।

''পিয়ানো আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও তারপর ব্রাস ব্রাদারসদের কাছে যাব। আমার নোটবই ভরে গেছে। কিছু ব্যাপার আমার একটু হেঁয়ালি লাগছে।''

পিয়ানো বললে, ''ঠিক আছে ব্রাস ব্রাদারস একটু দূরে থাকে। আমরা যেতে যেতে কথা বলে নেব।''

* * *

পুলু পিয়ানোকে বলল, ''পিয়ানো আমায় সব কিছু একটু খুলে বলো তো। আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। তুমি বড্ড হড়বড় করছ। একটু আস্তে চলো। ছিলাম বেশ, গান শুনতাম গান গাইতাম। তারপর একদিন শুনলাম বেঠোফেন। বেশ। কিন্তু তারপরেই তুমি আমায় নিয়ে এলে পিয়ানোপুরে। আমার কেমন যেন

গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার অনেক প্রশ্ন জমেছে।

পিয়ানো বললে, "বেশ তো প্রশ্ন করো।"

পুলু বললে, "তোমরা যেসব আওয়াজ করছ আমার শুনতে ভালো লাগছে। সেই আওয়াজকে তুমি বলছ মিউজিক। তাহলে মিউজিক কি আওয়াজ?"

পিয়ানো বললে, "যে আওয়াজ শুনতে ভালো লাগে, যা শুনলে মন মাতিয়ে দেয়, মনে আনন্দ দুঃখ ভালোবাসা, হাসি-কান্না জাগে সেই আওয়াজকে বলতে পার মিউজিক। তুমি যে গান করো পুলু সেও মিউজিক, আর আমার প্রাণের ভেতর থেকে যে আওয়াজ বেরোয় সেও মিউজিক। মিউজিক হল সুন্দর আওয়াজ।"

পুলু বললে, "তাহলে আমার গান আর তোমার মিউজিকের তফাত কোথায়?"

"শোনো পুলু, তোমার গান তো মিউজিক বটে কিন্তু আমি যে মিউজিকের সন্ধান দেবার জন্য তোমায় পিয়ানোপুরে নিয়ে এসেছি সে একটু আলাদা ধরনের মিউজিক। তোমার মতন হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা গান করছে পৃথিবীর চারধারে। তা সবই মিউজিক। কিন্তু পিয়ানোপুরের মিউজিক একটু আলাদা।"

পুলু বলল, "কিরকম আলাদা।"

পিয়ানো বললে, "বলছি মন দিয়ে শোনো। এই মিউজিককে বলা হয় ইয়োরোপিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক। তিনশো বছর ধরে কিছু মানুষ এই সংগীত লিখে এসেছে ইয়োরোপের নানান দেশে ও ইংলন্ডে। ধরো ১৬০০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে। যদিও এই সংগীত নানান যুগে লেখা হয়েছে, যেমন রেনেসাঁস যুগে, বা বারোখ যুগে, বা রোমান্টিক যুগে। এই মিউজিককে ক্লাসিকাল বলা হয়। কারণ ক্লাসিকাল মানে যা মরে না যা অমর তাই তো পিয়ানোপুরের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্লাসিকাল মিউজিক জগতের ছোটবড় সব কম্পোজাররা পিয়ানোপুরে এসে থাকে। এই মিউজিক তৈরি করার জন্য প্রয়োজন মিউজিক তৈরি করার কারিগর অর্থাৎ কম্পোজার। যেমন বেঠোফেন, যেমন. মোৎসার্ট, যেমন বাখ। আর প্রয়োজন আমাদের, পিয়ানো, ভায়লিন, চেলো অর্থাৎ মিউজিকের যন্ত্র। যাকে বাংলায় বলা হয় বাদ্যযন্ত্র। এই ক্লাসিকাল মিউজিকের ডান হাত হল কম্পোজার আর বাঁহাত হলাম আমরা অর্থাৎ মিউজিকযন্ত্র। হ্যাঁ আর একটি যন্ত্র আছে যার সঙ্গে পুলু তোমার ছোটবেলা থেকেই আলাপ—তোমার

গলা অর্থাৎ গান গাইবার যন্ত্র। ক্লাসিকাল মিউজিকে গানের একটা বিশেষ স্থান আছে। মনে রেখো মানুষের গলা হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো বাদ্যযন্ত্র। কেমন পরিষ্কার হচ্ছে তো?"

পুলু বলল, "হ্যাঁ অনেকটা। কিন্তু, তাহলে কনচেরটো, সিম্ফনি কুইনটেট, কোয়ারটেট, সনাটা এগুলো সব কী?"

পিয়ানো বললে, "এগুলো হল সংগীত তৈরি করার নানারকম নিয়মকানুন। যখন কম্পোজারদের সঙ্গে আলাপ হবে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু একটা কথা মনে রেখো। কম্পোজাররা আমাদের একলা ব্যবহার করেছে আবার একসঙ্গে করেছে। সব বাদ্যযন্ত্র যখন একসঙ্গে হয় তখন তাদের বলা হয় অরকেস্ট্রা। কিছু মিউজিকযন্ত্র আছে যা অরকেস্ট্রাতে সাধারণত থাকে না। যেমন গিটার, লুট বা আমি পিয়ানো। আমি সব সময় একা। অরকেস্ট্রার সঙ্গে বাজালে সেটা হয়ে যায় পিয়ানো কনচেরটো কিন্তু অরকেস্ট্রার মধ্যে থাকি না। গিটারও ঠিক তাই। অনেকেই গিটার কনচেরটো লিখেছেন।"

পুলু বলল, "যেমন ভিভালদি তাই না?"

পিয়ানো ও পুলু দুজনেই হেসে উঠল।

পিয়ানো বলল, "হ্যাঁ, ভিভালদি অনেকগুলি গিটার কনচেরটো লিখেছেন কিন্তু গিটার অরকেস্ট্রাতে থাকে না। এই দেখো আমরা ব্রাস ব্রাদারসদের বাড়ি পৌঁছে গেছি।"

পুলু বলল, "আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। এই পিয়ানোপুরটা কোথায়?"

পিয়ানো বলল, "শোনো পুলু, তাহলে বলি। সব ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু পিয়ানোপুরে আসতে পারে না। তুমি এসেছ কারণ আমরা টের পেয়েছিলাম যে তোমার বেঠোফেন ভালো লেগেছে। বেঠোফেন নিজে আমায় ডেকে বলেছেন তোমায় নিয়ে আসতে। ক্লাসিকাল মিউজিকের একজন ভগবান আছেন। তিনিই পিয়ানোপুরের সৃষ্টি করেছেন। পিয়ানোপুরের চাবি সবাইকে দেওয়া হয় না। তোমাকে দেওয়া হয়েছে। বুঝেছ। পিয়ানোপুরে বড় বড় সব কম্পোজাররা থাকেন। ছোটরাও থাকেন। তোমাকে হস্টেলে ফিরে যেতে হবে তাই সবাইকার সঙ্গে আলাপ করা এবার সম্ভব নয়। তুমি তো পিয়ানোপুরের চাবি পেয়ে গেলে, যখন খুশি এসে আলাপ করো। এইবার চলো, ব্রাস ব্রাদারসরা অপেক্ষা করছে।"

*　　*　　*

চকচকে পেতলের বাড়ি। ঝলমল করছে। সূর্যের আলো ছিটকে পড়ছে। তার মধ্যে থাকে ব্রাস ব্রাদারস অর্থাৎ ব্রাসভাইরা। ট্রামপেট, ট্রম্বোন, টুবা আর হরন। পুলুর মনে হল একঝাঁক হলদে পাখি সোনার সিংহাসনে বসে আছে। ট্রামপেটের আওয়াজ বুকে ধাক্কা দেয়, মনে হয় কে যেন লোহা কাটছে। তীক্ষ্ণতীরের মতন আওয়াজ। ট্রামপেট পুলুকে বলল, ভিভালদি, হায়ডেন, হামেল, আর মোৎসার্টের বাবা লিওপোলড মোৎসার্টের কনচেরটো শুনতে। পুলু সব লিখে রাখল।

ট্রম্বোনের আওয়াজটা একটু গম্ভীর, ভুতুড়ে।

ট্রম্বোন পুলুকে বলল যে মোৎসার্ট তার অপেরা 'ডন জিওভানিতে' ভুতুড়ে ভাব প্রকাশ করার জন্য ট্রম্বোনের সাহায্য নিয়েছিলেন।

পুলু নোট বইতে লিখল—অপেরা কি ব্যাপার?

টুবার আওয়াজ ট্রম্বোনের চেয়ে আরো গম্ভীর। বেশ মজার, বাসুনের ধরনের, শুনলে গোমড়া মুখে থাকা যায় না।

আর হরনের আওয়াজ একদম রূপকথার রাজত্ব। শুনলে মনে হয় এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক রাজপুত্র রাজকন্যাকে ডাইনীর হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে যাচ্ছে। হরন বলল যে অনেকেই হরন ব্যবহার করেছেন কিন্তু মোৎসার্টের চারটে হরন কনচেরটো সবচেয়ে ওপরে। তারপরে হল ওয়েবার, ব্রুকনার ও ওয়াগনার। হরন আরো বললে যে ব্রামসের প্রথম সিম্ফনিতে খুব চমৎকার হরনের ব্যবহার আছে। পুলু ডায়েরি খুলে সব লিখল।

ব্রাস ব্রাদারসের সঙ্গে আলাপ হবার পরে পুলু আলাপ করল হারপদিদির সঙ্গে। হারপদিদির অনেক বয়স। দিদি পুলুকে বলল, "আমি আজকের লোক নই রে। সেই বাইবেলের যুগ থেকে সবাই আমায় বাজাচ্ছে। হ্যান্ডেলসাহেব আর মোৎসার্ট আমায় নতুন সম্মান দিয়েছে। আর দিয়েছে মালহার।"

হারপদিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিয়ানো পুলুকে বললে, "অরকেস্ট্রার প্রায় সবার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে গেল। বাকি রইল ড্রাম আর সিম্বাল। ড্রাম ও সিম্বালের সঙ্গে একদম অরকেস্ট্রায় তোমার দেখা হবে। আমি চেষ্টা করছি তোমায় একটা অরকেস্ট্রার মিউজিক শোনাতে। এখন চলো, সোজা বাঘের বাড়ি। বুড়ো বাঘ খুব কড়া মেজাজের লোক। আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। দেরি হলে চটে যাবে।"

পুলু বললে, "তুমি যা বলবে পিয়ানো। পিয়ানোপুরের তুমিই রাজা।"

৩

বাখের বাড়ির দরজার সামনে পিয়ানো আর পুলু। স্বপ্নের মতন সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত ধরনের লোক। লম্বা-চওড়া মানুষ, মুখটা চৌকো; হাসি হাসি মুখ আর মাথায় এক অদ্ভুত ধরনের কী পরে। চকচকে সোনালি রেশমি চুলের মতন কিন্তু চুল নয়। পুলু বুঝল পরচুলা। বাখের সময়কার সবাইকে পরতে হত। পুলু ছবিতে দেখেছে। কিন্তু সামনাসামনি কোনো লোককে পরতে দেখেনি। বাখকে দেখে পুলুর ভীষণ ভালো লাগল। হাসিটা ভারী সুন্দর, মনে হয় অনেক দিনের চেনা। বাখ বললেন, ‘‘এই যে পুলু তোমার আসতে এত দেরি হল কেন?’’

পুলু বলল, ‘‘আমি পিয়ানোর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম মিউজিক তৈরি যন্ত্রদের সঙ্গে আলাপ করতে। কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেল।’’

বাখ বললেন, ‘‘তা বেশ তো, কোন মিউজিকযন্ত্র তোমার সবচেয়ে ভালো লাগল?’’

একটু ভেবে পুলু উত্তর দিল, ‘‘সবাইকার আওয়াজ সুন্দর। তবে এক এক সময় এক একজনকে ভালো লাগে। কোনো সময় ভায়লিন, কোনো সময় চেলো, আবার মনে আসছে ওবো আর হরন।’’

বাখ বললেন, ‘‘বা চমৎকার উত্তর। চলো, আমি তোমায় এক নতুন বাদ্যযন্ত্র শোনাই। পাশেই একটা গির্জে আছে, পিয়ানোভাই, তুমি পুলুকে নিয়ে ওখানে এসো, আমি এগিয়ে গিয়ে একটু বাজনাটাকে ঠিকঠাক করে নিই।’’

পিয়ানোপুরের রাস্তা দিয়ে বাখ এগিয়ে গেলেন। সেই শাদা রাস্তা, তার ওপরে সরু কালো কালো লাইন। পুলুর বেশ মজার লাগল ওই রাস্তা দিয়ে বাখকে হেঁটে যেতে দেখতে। পিছনে পিছনে চলল পুলু আর পিয়ানো। পুলু পিয়ানোকে বলল, ‘‘আমি তো অনেক মিউজিকযন্ত্রদের দেখলাম। কিন্তু গলার যন্ত্রের সঙ্গে তো দেখা হল না।’’

"বেশ ভালো বলেছ পুলু। পিয়ানোপুরে অনেক বড় বড় গায়ক-গায়িকারা থাকে যেমন মারিয়া কালাস, কারুসো, জিলি, আরো অনেকে। বাখ, হ্যান্ডেল ও মোৎসারর্টের মিউজিকে তুমি গলা আর বাদ্যযন্ত্রের এক অপূর্ব মায়াজাল পাবে। আমি দেখি তোমার জন্য অরকেস্ট্রা শোনার যে আয়োজন করছি তাতে গান ঢোকানো যায় কিনা। এই তো আমরা গির্জেতে এসে গেছি। দেখো পুলু, গির্জের দরজা তোমার জন্য খোলা আছে।"

গির্জের সামনে আসতেই পুলুর কানে একটা জমাট আওয়াজ গেল। এরকম আওয়্যজ পুলু আগে শোনেনি। গির্জের ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। চারদিক গম গম করছে। পুলুর মনে হল সেই আওয়াজের ছন্দে গির্জেটা নাচছে আর তাকে হাতছানি দিয়ে ভিতরে যেতে বলছে। পুলুর মনে হল সেই আওয়াজ যেন তাকে চারদিক থেকে এসে আদর করে চুমু দিচ্ছে। গির্জেতে আর কেউ ছিল না। পিয়ানো আর পুলু হাত ধরাধরি করে গির্জের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল। আওয়াজটা আরো জোরে, আরো জোরে আসতে লাগল। পুলুর মনে হল আনন্দে নাচি। গির্জের একদম শেষে পুলু দেখল বাখ বসে আছেন। আর কি একটা টিপে টিপে বাজাচ্ছেন। বাজনাটাতে পিয়ানোর মতো দাঁত কিন্তু তার মাথার উপর লম্বা লম্বা পাইপ। পাইপগুলো একদম গির্জের ছাতের দিকে চলে গেছে।

পুলুকে দেখে বাখ বাজনা থামালেন।

পুলুর মনে হল চার্চটা চুপসে গেল। বেলুন থেকে হাওয়া বেরোলে যেমন বেলুন চুপসে যায় ঠিক তেমনি। বাখ বললেন, "পুলু তুমি এসে গেছ। কিরকম লাগল আমার বাজনা?"

পুলুর এত ভালো লেগেছিল যে সে কথাই বলতে পারছিল না। অনেক কষ্টে উত্তর দিল। "দারুণ। সবচেয়ে ভালো। এটা কি একটা মিউজিকযন্ত্র?"

একটু হেসে বাখ বললেন, "এর নাম হল অরগান। আমার জান। আমার মিউজিকের প্রাণ। এই অরগান বাজানোর জন্য আমি বিখ্যাত। আমার অরগান মিউজিক তোমার ভালো লেগেছে পুলু? তাহলে তো তোমায় কিছু রেকর্ড দিতে হবে। আমার অরগান মিউজিক খুব ভালো বাজাতেন আলবার্ট শইটসার বলে একজন মিসনারি। তুমি তো আফ্রিকার নাম শুনেছ। শইটসার আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে কাজ করতেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন। আর রাতে ঘরে ফিরে এসে আমার মিউজিক বাজাতেন অরগানে।"

পুলু জিগ্যেস করল, "এত বড় অরগান কী করে আফ্রিকায় নিয়ে গেল?"

বাখ হাসলেন, "এটাকে বলা হয় গ্র্যান্ড অরগান। এই ধরনের অরগান কেবল গির্জায় থাকে। এর অনেক ছোট ছোট অরগানভাই আছে। তাদের ঘরে বসে বাজানো যায়। এই ধরনের ছোট অরগানের জন্য আমার বন্ধু হ্যান্ডেল খুব সুন্দর কিছু কনচেরটো লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিগ্যেস করো। আমার অরগান মিউজিক আর একজন ভালো বাজিয়েছেন তিনি হলেন হেলমুট ওয়ালচা। তিনি আবার অন্ধ ছিলেন। তোমাকে তারও কয়েকটা রেকর্ড দেব।"

পুলু নোটবুকে লিখতে লিখতে ধন্যবাদ দেবার আর সময় পেল না। বাখ বলে চললেন, "গির্জায় বসে আমার অরগান মিউজিক শুনতে খুব ভালো লাগে। কারণ আমার অরগান মিউজিক গির্জের জন্যই লেখা। সারাজীবন আমি গির্জের জন্যই মিউজিক লিখেছি। আজকাল আমার সব মিউজিক লোকে গির্জেতে বাজায়; লোকে বলে শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু আমার সব মিউজিক গির্জের জন্য লেখা নয়। যেমন আমার ব্র্যান্ডেনবুর্গ কনচেরটো আর আমার ভায়লিন কনচেরটো। তবে আমার 'কানটাটা'গুলো গির্জেতেই বাজানো ভালো যদিও কিছু কানটাটা আমি গির্জের বাইরের জগতের জন্য লিখেছিলাম। পুলু শোনো, কানটাটা বোঝা খুব সোজা। আমার মতে আমার কানটাটার মধ্যে আছে সবচেয়ে সুন্দর মিউজিক, গলার কাজ, অরকেস্ট্রার কাজ এবং একক মিউজিকযন্ত্রের কাজ। এক কথায় কানটাটা মানে গান করা। আমার কানটাটাতে থাকে গান, থাকে অরকেস্ট্রা আর নানান রকমের মিউজিকযন্ত্রের কাজ, যেমন ওবো, চেলো, বা বাসুন বা ভায়লিন। আমি প্রায় তিনশোটা কানটাটা লিখেছিলাম। তার মধ্যে অনেকগুলো হারিয়ে গেছে। সবগুলো তোমার শোনা সম্ভব নয় তবে কিছু শুনলে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই তোমায় কিছু রেকর্ড দিয়ে দেব। আমার কানটাটার মধ্যে তুমি পাবে কোরাস অর্থাৎ অনেকগুলি গলার একসঙ্গে গান করা। আমাদের মিউজিকে সবসময় এই কোরাস ও অরকেস্ট্রা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সেইটেই হল মজা। আর এই মজা তুমি পাবে আমার কানটাটাতে। এই রকম একটা কানটাটার মধ্যে আমি একটা সুর লিখেছিলাম কোরাস আর অরকেস্ট্রার জন্য। সুরটা সবাইকার খুব মন মাতিয়েছে। সেই সুরটার নাম 'জেসু জয় অফ ম্যানস ডিসায়ারিং'। এসো, আমি তোমায় সুরটা চেলোতে বাজিয়ে শোনাচ্ছি।"

এই বলে বাখ গির্জের ভিতর থেকে একটা চেলো নিয়ে এলেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসে বাজাতে শুরু করে দিলেন। পুলু শুনল।

চেলোর আওয়াজ আর সেই মন মাতানো সুর। পুলুর মনে হল কে যেন তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

পুলু উড়ছে
পুলু উড়ছে
দুলছে দুলছে দুলছে
সেই সুর
বহু দূর
তাকে নিয়ে নিয়ে
যেন ঘুরছে।

বাখের বাজনা শেষ হল। পুলুর মনে হল না একবার নয়, দশবার নয়, একশোবার এই সুর শোনা যায়। পুলু নোটবই বার করে লিখল বাখের 'জেসু জয় অফ ম্যানস ডিসায়ারিং' শুনতেই হবে। লম্বা ছেলেটাকে বলব হস্টেলে ফিরে গিয়ে।

বাখ বললেন, "আমার 'জেসু জয়' সবচেয়ে ভালো বাজিয়েছে পিয়ানোতে হোসে ইতুরবি আর ডিনু লিপাটি। এদের রেকর্ড আমি তোমায় দেব। এখন চলো তোমায় আরো কিছু চেলো মিউজিক শোনাই। আমি ছটা চেলো সুইট লিখেছিলাম তার মধ্যে থেকে একটা বাজাচ্ছি। এগুলো শুধু চেলোর জন্য লেখা। সুইট মানে নাচের মালা। অনেকগুলো নাচের ছন্দ নিয়ে যখন একসঙ্গে মালা গাঁথা হয় তখন সুইটের জন্ম হয়। আমরা, মানে বারোখ কম্পোজাররা, ১৬০০ সাল থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে মিউজিক লিখেছি। বারোখ যুগে আমরা খুব সুইট লিখতে ভালোবাসতাম। যেমন হ্যান্ডেল, কুপেরান, টেলেমান ও আমি।"

বাখ বাজালেন। পুলু মুগ্ধ হয়ে শুনল। তার চেলোর আওয়াজ এমনিতেই ভালো লেগেছিল। এই সুইটের মালা পরিয়ে যেন তাকে কোথায় নিয়ে গেল বাখ ও তার চেলো। বাজনা শেষ করে বাখ বললেন, "চলো আমার বাড়িতে। আমার ছেলেদের আর আমার দুই স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ করে দেব। তারপর আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমার ব্র্যান্ডেনবুর্গ কনচেরটো আর ভায়লিন কনচেরটো শোনাব। কিন্তু এখান থেকে যাবার আগে একজন মজার লোকের সঙ্গে আমি তোমার আলাপ করিয়ে

দেব। তার নাম ভিভালদি। এই চার্চেই সে থাকে।"

পুলু হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, "ভিভালদি, ভিভালদি, আমি তার কনচেরটোর কথা শুনেছি।"

বাখ পুলুকে নিয়ে গির্জের ভিতরের একটা ঘরে গেলেন। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ছোট্ট পরিষ্কার ঘর। একটা টেবিল। একটা বিছানা। একটা জানলা। টেবিলের ওপর রাখা একটা ভায়লিন। বিছানার ওপর বসে পাদ্রির পোশাক পরা রোগা একটা লোক। টকটকে লাল চুল। লম্বা নাক। খুব সুন্দর চেহারা। বাখ আর পুলুকে দেখে পাদ্রি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"আরে বাখভাই তুমি এই ছেলেটির কথা বলছিলে, মিউজিক শুনতে খুব ভালোবাসে। এসো এসো, বোসো।"

বাখ বললেন, "ভিভালদিভায়া, পুলুর তাড়া আছে ওকে হস্টেলে ফিরে যেতে হবে। তার মধ্যে অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওকে তুমি একটু বলে দাও তোমার কোন মিউজিক ও প্রথমেই শুনবে।"

ভিভালদি একটু মিষ্টি হেসে বললেন, "ভাই পুলু, আমরা যারা মিউজিক তৈরি করি অর্থাৎ কম্পোজাররা, আমাদের মনে হয় যদি পাবলিকরা আমাদের সব মিউজিক শোনে তাহলে তো ভালো। কিন্তু আমি জানি আমি এত মিউজিক লিখেছি যে আমার সব কিছু কারো পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। কি বলো বাখভায়া, তুমিও তো অনেক লিখেছ, আমি ঠিক বলছি না? আমরা দুজনেই বারোখ যুগের লোক, আমাদের কাজ ছিল মিউজিক লেখা। বাখভাইকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে কানটাটা লিখতে হত, আর আমি একটা মেয়েদের হস্টেলে কাজ করতাম সেখানকার অরকেস্ট্রাদের জন্য আমায় প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করে কনচেরটো লিখতে হত। আমার এই একটা-দুটো কনচেরটো তখনকার লোকেরা শুনেছে। বাকি সব তো কাগজে লেখা অবস্থায় পড়েছিল। যাই হোক, এখন গ্রামাফোন রেকর্ড হয়ে আমার একটু নামডাক হয়েছে।"

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ভিভালদি একটু হাঁপিয়ে গেলেন। বাখ পুলুকে কানে কানে বললেন, "ওর ভীষণ হাঁপানি। তাই তো গির্জের কাজটাজ করতে পারত না। খালি মিউজিক লিখত। এখনো তাই। গির্জের এক কোনায় এই ছোট্ট ঘরে থাকে। বেশ মজায় ও আনন্দে আপন মনে আছে।"

একটু জিরিয়ে নিয়ে ফুসফুসে হাওয়া ঢুকিয়ে ভিভালদি আবার বললেন, "আমার 'ফোর সিস্‌ন্স' তুমি শুনো, ভালো লাগবে। আসলে এগুলো চারটে ভায়লিন কনচেরটো। আমার হাতে চারটে ঋতুর ওপর

চারটে কবিতা আসে। সেই কবিতার ভাব নিয়ে আমি এই কনচেরটোগুলো লিখেছিলাম। খুব পপুলার হয়েছে। শোনো পুলু, আমি অনেক অনেক কনচেরটো লিখেছি। আমার সব কনচেরটো আনন্দ দেবার জন্য লেখা, তারই মধ্যে তুমি গিটার কনচেরটো, ট্রামপেট কনচেরটো, ভায়লিন কনচেরটো, ফ্লুট কনচেরটো আর পিকোলো কনচেরটো দিয়ে আরম্ভ করো। তারপর শুনো, আমার চেলো আর বাসুন কনচেরটো। তাছাড়া আমার কিছু গির্জের মিউজিক আছে বাখের কানটাটার মতো। এগুলোকে বলা হয় মাস, গির্জেতে প্রার্থনার সময় গাওয়া হয়। যদি পার শুনো ভালো লাগবে।"

বাখ বললেন, "ভায়া আমি ছেলেটাকে নিয়ে এবার বাড়ি যাই। ওকে তো আবার হস্টেলে ফিরতে হবে। আমি ছেলেদের বলেছি তৈরি থাকতে। পুলুর জন্য আমরা কনচেরটো বাজাব। তুমি বরঞ্চ তোমার প্রিয় কিছু রেকর্ড পিয়ানোর হাতে দিয়ে দিও। ও ছেলেটাকে দিয়ে দেবে। এখন চলি।"

* * *

বাখের বাড়ি পৌঁছে পুলু দেখল যে চার জন লোক ঠিক বাখের মতন পোশাক পরে, আর দুজন মহিলা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে মিউজিকযন্ত্র। বাখ আলাপ করিয়ে দিলেন : "এই হল আমার পরিবার, আমার জীবন। আমার চার ছেলে, ইউলিয়াম ফ্রিডমান, কারল ফিলিপ ইমানুয়েল, ইয়োহান ক্রিসটোফ ফ্রিডরিক ও ইয়োহান ক্রিসচিয়ান আর আমার দুই স্ত্রী মারিয়া বারবারা আর আনা মাগডালেনা। আমরা বাখরা সবাই মিউজিক লিখি, মিউজিক বাজাই। মিউজিক আমাদের জীবন। আমার সব ছেলেই মিউজিক জানে কিন্তু তার মধ্যে কারল ফিলিপ ইমানুয়েল ও ইয়োহান ক্রিসচিয়ান অসাধারণ মিউজিক কম্পোজার। ইয়োহান ক্রিসচিয়ান ছিল মোৎসার্টের গুরু। আমার দুই স্ত্রী আমাকে সংগীত রচনা করতে খুব সাহায্য করেছে। সত্যি আমার পরিবারের জন্য আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মিউজিক আমার পরিবার আর আমি, ভগবানের কাছে আর বেশি কিছু চাইনি। এইবার এসো, আমরা তোমায় একটা কনচেরটো বাজিয়ে শোনাব।"

পুলু বললে, "স্যার, এই কনচেরটো কনচেরটো শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই কনচেরটো ব্যাপারটা কী, আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

বাখ বললেন, "তবে শোনো। কনচেরটো মিউজিকযন্ত্রের সাহায্যে লেখা বা তৈরি করা এক ধরনের

মিউজিক। এক ধরনের মিউজিক ডিবেট বলা যেতে পারে। এক দল হল অরকেস্ট্রা আর এক দল হল একজন, দুজন, বা তিনজন মিউজিকযন্ত্র। এই মজার ডিবেট দুই ধরনের হয়। এক ধরনের ডিবেটে থাকে অরকেস্ট্রা একদিকে আর অন্যদলে থাকে একটি মিউজিকযন্ত্র। একে বলা হয় শোলো কনচেরটো। অনেক সময় দুজন বা তিনজন মিউজিকযন্ত্র থাকে এক দলে। সেই ধরনের কনচেরটোকে বলা হয় ট্রিপ্‌ল বা ডাবল কনচেরটো। আমি একটা ডাবল কনচেরটো লিখেছি দুটো ভায়লিনকে নিয়ে। ব্রামস লিখেছেন ভায়লিন ও চেলোকে নিয়ে। আবার বেঠোফেন লিখেছেন একটা ট্রিপ্‌ল কনচেরটো ভায়লিন, চেলো ও পিয়ানোকে নিয়ে। এই তো গেল শোলো কনচেরটো। আর এক ধরনের কনচেরটো আছে যাকে বলা হয় কনচেরটো গ্রোসো। এই ধরনের কনচেরটো একদম তোমাদের স্কুলের ডিবেটের মতন। দুই দলে কিছু কিছু মিউজিকযন্ত্র। এই ধরনের কনচেরটোতে অরকেস্ট্রাকে ভাগ করে নেওয়া হয়। একদিকে থাকে হয়তো ফ্লুট ভায়লিন আর ওবো। আর একদিকে চেলো, ট্রামপেট আর বাসুন। মাঝে মাঝে একসঙ্গে সবাই বাজায় আবার মাঝে মাঝে আলাদাভাবে বাজায়। এই ধরনের কনচেরটো আমি আর হ্যান্ডেলসাহেব অনেক লিখেছি। এই ধরনের কনচেরটো বারোখ যুগে অনেকেই লিখেছেন। যেমন ধরো কোরেলি। বুঝলে তো, এই দুই রকমের কনচেরটো ব্যাপারটা কি? তাহলে আরো শোনো। এই কনচেরটো সব সময় তিন ভাগে ভাগ করা থাকে। প্রথম ভাগে তাড়াতাড়ি যায়, দ্বিতীয় ভাগ আস্তে আস্তে আবার তৃতীয় ভাগ যায় তাড়াতাড়ি। এই ভাগগুলোকে বলা হয় মুভমেন্ট। এই মুভমেন্ট ব্যাপারটা তুমি সিম্ফনিতেও পাবে। কিন্তু সিম্ফনি তোমায় হায়ডন বোঝাবে কারণ সে হল সিম্ফনির বাবা অর্থাৎ 'ফাদর অফ দি সিম্ফনি।' পৃথিবীর বেশিরভাগ কনচেরটোই তিন ভাগে ভাগ করা। শুধু ব্রামস একটি কনচেরটো লিখেছিলেন পিয়ানোর জন্য, যাতে চারটে ভাগ বা মুভমেন্ট আছে। মনে রেখো, কনচেরটো এক ধরনের মিউজিক ডিবেট, তর্ক বা দুই দলের হাঙ্গামা। এইবার এসো আমার একটা ব্র্যান্ডেনবুর্গ কনচেরটো তোমায় শোনাই। এটা কনচেরটো গ্রোসো। একদলে আছে ভায়লিন, ভিয়োলা আর চেলো আর অন্যদলে আছে ট্রামপেট, ওবো আর ভায়লিন। দুদলেই ভায়লিন আছে।"

পুলুর অসাধারণ লাগল শুনতে। কি আনন্দ কি ফুর্তি এই মিউজিকে। পুলু বলল, "আরো শুনব।" বাখ বললেন, "না ভাই, এবার তোমায় যেতে হবে, হ্যান্ডেলসাহেব অপেক্ষা করছেন।" আরো বললেন, "শোনো পুলু। আমার অনেক কাজ আছে। আমি পিয়ানোর হাতে আমার কাজের একটা ভালো

তালিকা দিয়ে দিয়েছি। আর কিছু রেকর্ড দিচ্ছি। হস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনো। পিয়ানো, তুমি এবার পুলুকে হ্যান্ডেলের বাড়ি নিয়ে যাও। ওর আবার যা মেজাজ বেশি দেরি হলে ছেলেটাকে তুলে জানলা দিয়ে ফেলে দেবে।"

পুলু বলল "বাই বাই।" কিন্তু বাখকে ছেড়ে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করছিল না। যেতে যেতে দূর থেকে শুনল বাখরা আবার মিউজিক বাজাচ্ছে। এবার 'জেসু জয়'। পুলু নোটবই খুলল।

৪
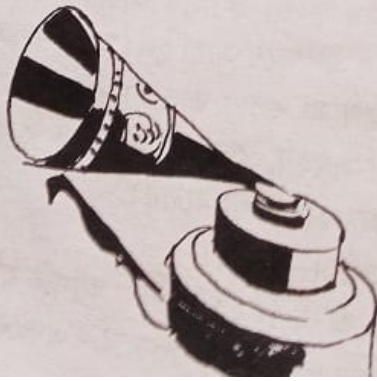
বাখের বাড়িটা ছিল ছোট্ট কিন্তু ভারী সুন্দর। ছবির মতন। চারদিকে ফুলের বাগান। ছোট্ট গেট। গেট থেকে রাস্তা চলে গেছে দরজা পর্যন্ত। রাস্তার দুধারে ফুল। একদম রূপকথার বাড়ি। হ্যান্ডেলের বাড়িটা ঠিক উলটো। একটা রাজপ্রাসাদ। বিরাট গেট। গেট থেকে দুদিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে বিশাল গাড়ি বারান্দার দিকে। পিয়ানোপুরের এইরকম বাড়ি আর নেই। পিয়ানো বললে হ্যান্ডেলসাহেব একাই থাকেন। বিয়ে-থা করেননি। দরজার পর দরজা। ঘরের পর ঘর। পিয়ানো আর পুলু ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। অনেক অনেক খালি ঘর পেরিয়ে পুলু পেল হ্যান্ডেলসাহেবের সন্ধান। একা বসে আছেন ঘরের কোনায় একটা টেবিলের ওপর। বিরাট লম্বা-চওড়া লোক। মাথা পুরোপুরি কামানো। মুখটা টুকটুকে লাল। খুব সরু ঠোঁট। হাতে একটা কাঁটা। কাঁটায় একটুকরো চিকেন লাগানো। টেবিলের সামনে প্রচুর খাবার। চিকেন, মাটন, পোর্ক, আঙ্গুর, আপেল আরো কত কি! টেবিলের নীচে একটা বিশাল কুকুর ঘুমোচ্ছে। পুলুদের দেখে একবার মুখ তুলল তারপর আবার মুখ গুঁজে ঘুমোতে লাগল।

হ্যান্ডেলসাহেব বললেন, ‘‘ছোঁড়ার এতক্ষণে আসা হল। আমি ভাবলাম ছেলেটার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব কিন্তু বাখ দেরি করিয়ে দিল। যাকগে যা বলার তাড়াতাড়ি বলো আমায় বেরোতে হবে।’’

পিয়ানো আস্তে আস্তে বলল, ‘‘সাহেব, ছেলেটা মিউজিক শুনতে ভালোবাসে তাই আমি ওকে পিয়ানোপুরে নিয়ে এসেছি। যদি কয়েকটি কথা বলেন।’’

হ্যান্ডেল বললেন, ‘‘আমার ‘মেশায়া’ শুনেছ?’’

এবার পুলু জবাব দিল, ‘‘স্যার, আমি কিছুই শুনিনি, আপনি যদি আমায় সব খুলে বলেন।’’

হ্যান্ডেল একটা প্লেটে একটু চিকেন তুলে দিয়ে বললেন, ‘‘এখানে বোসো। আগে খাও, আমরা খেতে খেতে গল্প করব।’’

পুলু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

হ্যান্ডেল বলতে শুরু করলেন, ''তাহলে শোনো আমার কথা। আমি আর বাখ এক বছরে জন্মেছি, ১৬৮৫। আমরা দুজনেই বারোখ সংগীত যুগের মানুষ কিন্তু একদম আলাদা। বাখের মতন আমার পরিবারে সংগীতচর্চা ছিল না। আমায় খুব কষ্ট করে সংগীত শিখতে হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক রাতে সংগীতচর্চা করেছি পাছে বাবা টের পান। যদিও আমি জার্মান, তবুও ইংলন্ডে সাতচল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এক ধরনের ইংলিশম্যান বলতে পার আমাকে। আমার বাবা আমায় খুব জ্বালাতন করেছেন। কিন্তু মা খুব সাহায্য করেছেন মিউজিকের ব্যাপারে। বাবার হাত থেকে পালাব বলে আমি ইটালিতে চলে যাই। সেখানে অপেরা লেখা শিখি।''

হ্যান্ডেল একটু থেমে প্লেটে একটু চিকেন, একটু মাটন, একটু পোর্ক তুলে নিলেন।

পুলু এই ফাঁকতালে প্রশ্ন করল, ''স্যার এই অপেরা কথাটা বারবার শুনছি। অপেরাটা কী, যদি একটু বলেন।''

চিকেনের ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে হ্যান্ডেল বললেন, ''খবরদার অপেরা লিখতে যেও না, তাহলে মরবে। আমি অপেরা লিখতে গিয়ে ফতুর হয়েছি। অপেরা লিখতে অনেক সময় লাগে। দরকার হয় একটা নাটক যাকে অপেরার ভাষায় বলা হয় লিবরেটো। আর এই লিবরেটোতে সুর দিয়ে অপেরা তৈরি করার পরে তাকে মঞ্চে আনতে প্রচুর খরচ। অপেরা এক ধরনের মিউজিক ও গান মেশানো নাটক। এতে আছে অরকেস্ট্রা, কোরাস ও একক গান যাকে বলা হয় আরিয়া। অপেরা শুনতে খুব মজা। কিন্তু তৈরি করতে গেলে প্রচণ্ড খরচ। ভালো গায়ক-গায়িকা চাই, একগাদা লোকজন চাই। আমি প্রায় পঞ্চাশটা অপেরা লিখেছি। সেই সব অপেরা স্টেজে আনতে গিয়ে আমি ফতুর হই। কিন্তু একটা-দুটো ছাড়া আমার অপেরা আর কেউ শোনে না। তুমি আমার 'এসিস আর গালেটিয়া' শুনো, ভালো লাগবে। খুব ভালো ভালো গান আছে। অপেরা ভালো লিখেছে গ্লুক, মোৎসার্ট, ভারদি ও ওয়াগনার। হায় অপেরা না লিখে আমি যদি 'মেশায়ার' মতন আরো ওরেটোরিও লিখতাম তাহলে কাজ দিত।''

হ্যান্ডেলসাহেব প্লেট ও পেট ভরার জন্য একটু থামলেন। পুলু বলল, ''স্যার অপেরা বুঝলাম এক ধরনের গানভরা নাটক। অনেকটা আমাদের হিন্দি সিনেমা। কিন্তু স্যার ওরেটোরিও কি?''

হ্যান্ডেল বললেন, ''ওরেটোরিও হল এক ধরনের কানটাটা যার কথাগুলো সব ধর্মীয়। আমার

‘মেশায়া’ একটি ওরেটোরিও। আমার ‘মেশায়া’তে আছে কোরাস, অরকেস্ট্রা, একক গান বা আরিয়া, এক ছোট সিম্ফনি যাকে বলা হয় সিম্ফনিয়া আরো অনেক কিছু। পিয়ানো বলেছে তোমায় ‘মেশায়া’ না শুনিয়ে ছাড়বে না। সুতরাং তোমার ভয় নেই ‘মেশায়া’ তুমি শুনতে পাবে। আমার আরো অনেক ওরেটোরিও আছে। যেমন ‘সলোমন’, ‘জুডাস ম্যাকাবিউস’। তাতে ভালো ভালো কোরাস আছে। শুনো ভালো লাগবে। আমি আসলে বড় কোরাস খুব ভালো লিখতে পারতাম। যেমন ‘মেশেয়ার’ হালেলুইয়া কোরাস। এই ‘হালেলুইয়া’ কোরাস প্রথম শুনে রাজা দ্বিতীয় জর্জ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর থেকে যখনই আমার ‘হালেলুইয়া’ কোরাস বাজে লোকে উঠে দাঁড়ায়।”

পুলু নোটবইতে সব লিখছিল দেখে হ্যান্ডেল বললেন, “ওবো তো তোমায় বলেছে, আমার ওবো কনচেরটোর কথা। ওবোর আওয়াজ তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে আমার মিউজিক শুনো, অনেক ওবোর কাজ পাবে। আর কয়েকটা কাজের কথা তোমায় বলব। একটা হল আমার ‘ওয়াটার মিউজিক’ আর একটা আমার ‘রয়েল ফায়ারওয়ার্ক মিউজিক’। এই দুটি কাজের সঙ্গে মজার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আমি লন্ডন শহরে আসার আগে জার্মানির হানোভার শহরে আমার থাকার কথা ছিল। সেখানকার ইলেকটার বা রাজা বলতে ছিলেন জর্জ। তিনি আমায় অনেক কাকুতিমিনতি করেছিলেন। আমি কিন্তু তার কথা শুনিনি, লন্ডন শহরে পালিয়ে আসি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম ওই ইলেকটার জর্জ ইংলন্ডের রাজা হয়ে আসছেন। আমি ভাবলাম এই রে আমার চাকরি গেল। জর্জ নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব চটে আছেন। তখন আমার মাথায় এই ‘ওয়াটার মিউজিক’ এল। আমি জানতাম রাজা জর্জ টেমস্ নদীতে বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। আমি লিখলাম নৌকো থেকে বাজানোর জন্য একটা সুইট। ঘরের বাইরে বাজানো হবে বলে এই নাচের মালাতে ছিল প্রচুর উডভিন্ড ও ব্রাস। খুব ঝমঝমে, গমগমে এই বাজনা। রাজা প্রথম জর্জ নদীতে বেড়াতে গেলে আমি তার পাশের নৌকো থেকে এই সুইট বাজাই। রাজার খুব ভালো লাগে আর আমার ওপর তার রাগ কমে। তারপর থেকে এই সুইটের নাম হয়ে গেছে ‘ওয়াটার মিউজিক’। এই ঘটনার বহুবছর পরে আমি লিখি ‘রয়েল ফায়ারওয়ার্ক মিউজিক’। তখন ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ। তিনি আমার ‘হালেলুইয়া’ কোরাস শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। জর্জ যুদ্ধ জয় করে লন্ডন শহরে ফিরে এলেন। তখন একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে অনেক বাজি ফোটানো হল আর তার সঙ্গে বাজল আমার নতুন সুইট ‘ফায়ারওয়ার্ক মিউজিক’। প্রচুর হট্টগোল ও

বাজির আওয়াজের মধ্যে এই মিউজিক বাজবে বলে এতে আমি উডভিন্ড ও ব্রাস নিয়ে খুব মজা করেছি। তুমি শুনো, খুব ভালো লাগবে। তোমায় আমি রেকর্ড দিয়ে দেব। আর শুনো আমার কনচেরটো গ্রোসো, আর আমার অরগান কনচেরটো। তবে তোমায় 'মেশায়া' না শুনিয়ে আমি ছাড়ব না। পিয়ানো তার বন্দোবস্ত করছে। ভাই পুলু আমায় এবার বেরোতে হবে। রাজা জর্জ আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আবার এসো।"

প্রায় একশোটা খালিঘর পেরিয়ে পুলু আর পিয়ানো আবার রাস্তায় পা দিল।

৫

পিয়ানো বলল, "এবার তুমি আমার সঙ্গে যাবে হায়ডেনের বাড়ি। হায়ডেন হল সিম্ফনির বাবা আর কোয়ারটেটেরও। ওর কাছ থেকে তুমি অনেক তথ্য জানতে পারবে।"

পুলু নোটবইতে লিখতে লিখতে বলল, "পিয়ানো, যার জন্য আমি এখানে এলাম সেই বেঠোফেনের সঙ্গে কখন দেখা হবে?"

পিয়ানো বললে, "হবে একটু পরেই, সবুরে মেওয়া ফলে বলে একটা কথা আছে না!"

পুলু বলল, "সিম্ফনি নিশ্চয়ই কনচেরটোর মতন মজার মিউজিক কিন্তু আমায় 'মেশায়া' শোনাতে ভুলবে না পিয়ানো।"

পিয়ানো বললে, "আমি যখন কথা দিয়েছি শোনাব। এখন চলো হায়ডেন অপেক্ষা করছেন।"

পুলুর হায়ডেনকে দেখে অনেকটা বাখের কথা মনে হল। সেই রকম সাজপোশাক। খুব হাসি হাসি মুখ। হায়ডেন বললেন, "পিয়ানো এই সেই ছেলেটা যাকে সিম্ফনি বোঝাতে হবে?"

পুলু দেখল, হায়ডেনের বাড়ির নামই সিম্ফনি। হায়ডেন বললেন, "পুলু আমাদের ক্লাসিকাল মিউজিকের জগতে দুই ভাই আছে—সিম্ফনি আর কনচেরটো। দুই ভাই, দুই স্তম্ভ তার ওপর ক্লাসিকাল মিউজিক বসে আছে। আমি ১০৪টা সিম্ফনি লিখেছি। তাই আমায় লোকে সিম্ফনির বাবা বলে। পাপা হায়ডেন। সিম্ফনি একটা বাড়ির মতন। আমার বাড়ি সিম্ফনি। তাই আমি বাড়ির নাম দিয়েছি সিম্ফনি। কনচেরটোতে যেমন তিনটে ভাগ আছে সিম্ফনিতে আছে চারটে ভাগ। সিম্ফনি অরকেস্ট্রার জন্য লেখা। এক-একজন কম্পোজার এক-এক রকমের অরকেস্ট্রা ব্যবহার করেছেন। আমার আর মোৎসার্টের অরকেস্ট্রা অনেকটা এক ধরনের। বেঠোফেনের আর একটু বড়। আবার তার নয় নম্বর সিম্ফনিতে সে কোরাস ব্যবহার করেছে। বেঠোফেনের চেয়ে আবার মালহার বা ব্রুকনারের অরকেস্ট্রা আরো বড়।

আগেই বলেছি সিম্ফনি একটা বাড়ির মতন। বাড়িতে ঢোকার আগে একটা গেট পাবে আর তার সামনে রাস্তা, এটা সিম্ফনির ভাষায় ইন্ট্রোডাকশান। সিম্ফনির সঙ্গে পরিচয়পত্র। সব সিম্ফনিতে ইন্ট্রোডাকশান থাকে না। আমার বেশিরভাগ সিম্ফনিতেই আছে। মোৎসার্টেরও তাই। এই ইন্ট্রোডাকশান বা বাড়িতে ঢোকার চাবি তোমায় প্রথম ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এই আমরা প্রথম ঘরে আছি। এই ঘরে দুজন লোক, দুটি সুর। এখানে মিউজিক তাড়াতাড়ি চলে। সুর দুটি খেলা করে। দুই সুরের খেলার শেষে জন্ম নেয় এক তৃতীয় সুর যার মধ্যে থাকে প্রথম দুই সুরের প্রভাব। এই তৃতীয় সুরের জন্ম দিয়ে এই মুভমেন্ট শেষ হয়। এবার এসো আমরা দ্বিতীয় ঘরে যাই।" এই বলে হায়ডেন পুলুকে নিয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলেন। পুলু দেখল ঘরভর্তি বই এবং অনেক লম্বা লম্বা সোফা। বেশ শুয়ে থাকা যায়। হায়ডেন বললেন, "এটা আমার লাইব্রেরি। এটা চিন্তা করার ঘর। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখার ঘর। সিম্ফনির বাড়িতে এই দ্বিতীয় ঘরে মিউজিক খুব আস্তে আস্তে চলে। মনে হয় সুরের কোলে চোখ বুঝে শুয়ে থাকি। এইভাবে আস্তে আস্তে মনকে হালকা ভাবে দোলা দিয়ে দ্বিতীয় মুভমেন্টের শেষ হয়। কিছু সিম্ফনিতে এই মুভমেন্ট খুব বড়। কিছু সিম্ফনিতে ছোট। সব বাড়ি তো সমান হয় না ঘর তো ছোটবড় হয়েই থাকে। সব সিম্ফনিও সমান নয়। বেঠোফেনের নয় নম্বর সিম্ফনিতে এই মুভমেন্ট খুব লম্বা। শুনলে মনে হয় বসে ধ্যান করি। ব্রুকনারের সিম্ফনিতে এই মুভমেন্ট খুব লম্বা। এইবার এসো, আমরা তৃতীয় ঘরে যাই।"

পুলু দেখল এই ঘরে কোনো জিনিস নেই। হায়ডেন বললেন, "এটা নাচঘর। সিম্ফনির এই তৃতীয় মুভমেন্ট হল একটা নাচ। একে বলা হয় মিনুয়েট। এই মুভমেন্টে পাবে দুটো নাচের সুরের মেলামেশা। একটা বাজাবে পুরো অরকেস্ট্রা তাকে বলা হয় মিনুয়েট। আর একটা বাজাবে কয়েকটি মিউজিকযন্ত্র তাকে বলা হয় ট্রিও। এই মুভমেন্টটা অনেকটা কনচেরটো গ্রোসোর মতন দুই দলের আলাপ আলোচনা। এবার এসো আমরা শেষ ঘরে ঢুকি। এই ঘরটা দেখো একটা কাচঘর তার শেষে আছে সাজানো বাগান। সিম্ফনির শেষটা হল একটা সাজানো বাগান। আগের তিন মুভমেন্টের সুর নিয়ে এই মুভমেন্ট সাজানো হয়। সব শেষে এক অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় কোডা, ক্লাইম্যাক্স বা ফিনালে।"

হায়ডেন থামলেন, পুলু নোটবইতে সব লিখছিল। সে দেখল, কাচঘরের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানের দিকে। পুলু সিঁড়িতে গিয়ে বসল। তার সামনে বসে আছেন জোসেফ হায়ডেন, 'দি ফাদার অফ দি সিম্ফনি'। আলোচনা করছেন সিম্ফনি নিয়ে।

পুলু বলল, "স্যার আপনার সব সিম্ফনি তো আমার শোনা হবে না। কোন কোনগুলো শুনব একটু বলে দিন।"

হায়ডেন বললেন, "তবে বলি শোনো, আমার তিনটে সিম্ফনি আছে 'টাইমস অফ ডে' বলে, সকাল, দুপুর, সন্ধেবেলার মুডের ওপর লেখা ওই তিনটে শুনতে পার। আমার সিম্ফনির খুব মজার মজার নাম আছে সেগুলো বেশি পপুলার, যেমন 'ফিলোসোফার', 'ফেয়ারভেল', 'বেয়ার', 'হেন', 'অক্সফোর্ড', 'মিরেকেল', 'সারপ্রাইজ', 'মিলিটারি', 'ড্রামরোল', 'লন্ডন'। এগুলো শুনো তাছাড়া আমার সিম্ফনি নাম্বার ৮৮ শুনো, ওটা আমার খুব প্রিয়।"

পুলু বলল, "স্যার আপনি ছাড়া আর কে কে ভালো সিম্ফনি লিখেছেন?"

হায়ডেন বললেন, "বাবা তুমি সব সিম্ফনি শোনার সময় পাবে না। তবে মোৎসার্ট, বেঠোফেন, শুর্বাট, শুমান, মেন্ডেলশন, ব্রামস, চাইকোভ্স্কি, ভোরসাক, ব্রুকনার, মালহার, সিবেলিয়াস, প্রোকেফিভ ও শোষটাকোভিচ তোমার শোনা দরকার। শুনলে সিম্ফনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবে। আমি তোমার জন্য একটা লিস্ট বানাচ্ছি আর তার সঙ্গে কয়েকটা রেকর্ড দিয়ে দেব। হস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনো। শুধু মনে রেখো এক-একজনের সিম্ফনি এক-এক রকম। আমি বলেছি সিম্ফনির প্রথমে আছে একটা ইন্ট্রোডাকশান। কিন্তু ব্রামসের চার নম্বর সিম্ফনিতে কোনো ইন্ট্রোডাকশান নেই। দুই আর তিন নম্বরেও নেই বললেই চলে। আরো বলেছি সিম্ফনির শেষে আছে খুব উত্তেজনা। খুব জোর কোডা বা ক্লাইম্যাক্স। কিন্তু চাইকোভ্স্কির ছয় নম্বর সিম্ফনির শেষ একদম আলাদা। আরো বলেছি যে সিম্ফনিতে থাকে চার মুভমেন্ট। কিন্তু মোৎসার্টের 'প্রাহা' সিম্ফনিতে আছে মাত্র তিনটি মুভমেন্ট। আর শুর্বাটের অসমাপ্ত সিম্ফনিতে আছে দুটি। অর্থাৎ তোমায় শুনে শুনে জেনে নিতে হবে। সিম্ফনির আসল চরিত্র কি। কাঠামোটা বলে দিলাম এখন তোমার ওপর সব নির্ভর করছে।"

পিয়ানো এতক্ষণ কথা বলেনি, সব শুনছিল। এইবার বললে, "আচ্ছা দাদা, আপনি তো স্ট্রিং কোয়ারটেট প্রথম সৃষ্টি করেন। ওই কোয়ারটেট ব্যাপারটা একটু ছেলেটিকে বুঝিয়ে দেবেন?"

হায়ডেন বললেন, "নিশ্চয়ই। কোয়ারটেট মানে চারটে মিউজিকযন্ত্র বাজছে। স্ট্রিং কোয়ারটেট জিনিসটা অনেকটা সিম্ফনির মতন কেবল পুরো অরকেস্ট্রার বদলে কেবল চারটে মিউজিকযন্ত্র। কোয়ারটেটেও আছে চারটে ভাগ। পুলু, আমি তোমায় সিম্ফনির প্রথম মুভমেন্ট বোঝাবার সময়

বলেছিলাম দুটি সুরের খেলার কথা। দুটি সুর থেকে একটি নতুন সুরের জন্ম হয়। কোয়ারটেটে ঠিক তাই। এইভাবে মিউজিক সৃষ্টির পদ্ধতিকে সনাটা বলা হয়। অর্থাৎ সিম্ফনির আর কোয়ারটেটের মধ্যে সনাটা আছে। দুইটির প্রথম মুভমেন্ট সনাটা পদ্ধতিতে সাজানো।"

পুলু নোটবইতে লিখতে লিখতে বলল, "তাহলে সনাটা বলে যে মিউজিক আছে সেটা কী স্যার। যেমন বেঠোফেনের পিয়ানো সনাটা।"

হায়ডেন বললেন, "খুব ভালো প্রশ্ন। এই সনাটা পদ্ধতিতে একটা বা দুটি মিউজিকযন্ত্রের সাহায্যে যখন মিউজিক তৈরি হয় তখন তাকে সনাটা বলা হয়। বাজছে একটা মিউজিকযন্ত্র কিন্তু পদ্ধতিটি এক অর্থাৎ দুটো সুরের খেলা, মেলামেশা ও সেই থেকে একটা তৃতীয় সুরের সৃষ্টি। এইভাবে প্রথম মুভমেন্ট তৈরি। আর বাকি তিন মুভমেন্টও ঠিক সিম্ফনির মতন। কিন্তু নাম সনাটা, কারণ একটা বা দুটি মিউজিকযন্ত্র বাজছে। সনাটা আসলে সিম্ফনি বা কোয়ারটেটের অনেক আগে থেকে আছে। সনাটাকে ভালো করে বুঝে তারপর আমি সিম্ফনি ও কোয়ারটেটের সৃষ্টি করি। ব্যাপারটা হল এই, সবাইকার মধ্যেই সনাটা আছে। কনচেরটোর প্রথম মুভমেন্টের মধ্যেও সনাটা আছে। সুতরাং বুঝতে পারছ পুলু, মিউজিক তৈরি করবার আসল মাল-মশলা সব ওই সনাটার মধ্যে আছে।"

হায়ডেন একটু থামলেন। থেমে আবার বললেন, "এইবার তোমরা মোৎসার্টের কাছে যাও। সব মিউজিক গিয়ে ওইখানেই মিলেছে। ও আমার ছোটভাইয়ের মতন। আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি। ও সবরকম মিউজিক লিখে গেছে। পুলু, তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল, তুমি আবার এসো।"

হায়ডেনের বাড়ি থেকে পিয়ানো আর পুলু বেরিয়ে এল। আবার সেই শাদা রাস্তা তার ওপর সরু কালো কালো লাইন। লাইনের ওপর ছোট্ট ছোট্ট পাখি নাচছে। পুলু রাস্তায় বেরিয়ে শুনতে পেল সুন্দর মিউজিক। পিয়ানো বললে, "মনে হচ্ছে মোৎসার্টের পিয়ানো ট্রিও বাজছে।"

পুলু বলল "দাঁড়াও আমি বলছি। পিয়ানো ট্রিও মানে পিয়ানো, ভায়লিন আর চেলো।"

পিয়ানো বলল, "শাবাস পুলু। আমরা চলো এগিয়ে যাই হেঁটে। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল। মোৎসার্টের উদ্দেশে।

শাদা কাগজের ওপর দিয়ে হাঁটতে পুলুর বেশ ভালো লাগছিল। সেই সরু সরু কালো কালো লাইন আর তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট কালো পাখিরা নাচছে। একটা হালকা সুর ভেসে আসছে। পিয়ানোর আওয়াজ। পুলুর বেশ ভালো লাগছিল হাঁটতে।

পিয়ানো বললে, "হ্যাঁ, পিয়ানোপুরে সারাক্ষণ পিয়ানো বাজছে। কখনো পিয়ানো সনাটা কখনো পিয়ানো ট্রিও। আমরা হাঁটছি মিউজিক লেখা কাগজের ওপরে তাই সারাক্ষণ মিউজিক শুনছি।"

পুলুর মনে হল—

অনেক দূর, অনেক দূর
পথ কত মধুর
কত সুর কত সুর
করছে ঘুর
ঘুরছে সুর
আমরা যাব
অনেক দূর

পিয়ানো বললে, "চলো, আমরা একটু হাঁটি। হাতে একটু সময় আছে। মোৎসার্ট এখন বিলিয়ার্ড খেলছেন। এখন গেলে বিরক্ত হবেন। চলো একটু হাঁটি।"

পুলু দেখল হঠাৎ হন হন করে তাদের দিকে কে এগিয়ে আসছে। লম্বা সরু লোক। লম্বা লম্বা পা। লম্বা নাক। তার ওপর দুটো গোল গোল রুপালি ফ্রেমের চশমা। অনেকটা সেই হস্টেলের লম্বা ছেলেটার মতন দেখতে। আর একটু কাছে এলে পুলু ভাবল, ওরে বাবা, সেই লম্বা ছেলেটা নয়তো। একদম তার মতন দেখতে। কিন্তু পুলুকে দেখে চিনতে পারল না। পিয়ানোর কাছে এসে দাঁড়াল।

পিয়ানো বললে, "ওয়েবারসাহেব, এই হল পুলু। সেই ছেলেটা যার মিউজিক ভালো লাগে।"

ওয়েবারসাহেব বললেন, "হ্যালো পুলু। আমার নাম কারল মারিয়া ফোন ওয়েবার। তোমার কথা আমি পিয়ানোর কাছে শুনেছি।"

পুলু বললে, "স্যার, আমিও আপনার কথা হরনের কাছে শুনেছি। আপনি খুব চমৎকার হরন ব্যবহার করেন।"

ওয়েবার বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমার মিউজিক হল রোমান্টিক। তাই হরন দরকার হয়। কারণ রোমান্টিক ভাব প্রকাশ করবার জন্য হরনের মতন আর দুটি নেই। তুমি আমার 'ফ্রাইশুটস' শুনো, ভালো লাগবে। আর শুনো আমার ক্ল্যারিনেট কুইনটেট আর ক্ল্যারিনেট কনচেরটো দুটো। আর পিয়ানো কনচেরটো দুটোও শুনতে পার।"

পুলু নোটবই বার করে লিখতে শুরু করল।

কারল মারিয়া ফোন ওয়েবার এবার পিয়ানোকে বললেন, "পিয়ানো আমার কাছ থেকে কয়েকটা রেকর্ড নিয়ে নিও। যাবার সময় পুলুকে দিয়ে দিও। ছেলেটা ভালো। ও এই যে মেন্ডেলশন, তুমিও এসে গেছ!"

ওয়েবারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পুলু টেরও পাইনি যে আর একজন লোক কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও রোগা লম্বা। দাড়ি। খুব সুন্দর চেহারা। পিয়ানো বললে, "আলাপ করে দি পুলু, ইনি হচ্ছেন ফেলিক্স মেন্ডেলশন বারথোলডি। তোমার কথা আমি এনাকে বলেছি। স্যার, এই ছেলেটাকে একটু উপদেশ দিন কী শোনা উচিত।"

মেন্ডেলশন বললেন, "পুলু তোমার কথা আমার কানে এসেছে। মিউজিক শুনছ খুবই ভালো। তবে বাখ শুনবে, বাখ। ওইরকম মিউজিক আর হয় না। জানো আগে লে কেরা বাখ শুনতে চাইত না। বাখের মতন কম্পোজারকে ভুলে গিয়েছিল। আমি বাখের মিউজিক খুঁজে বার করে সেই মিউজিক কনডাকট

করে দেখিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে, যে বাখ কি। আমার পরে অবশ্য ব্রামসও বাখের কথা সবাইকে বলেছেন। আর বলেছেন রবার্ট শুমান।"

পুলু প্রশ্ন করল, "স্যার কনডাকট করা কি?"

মেন্ডেলশন বললেন, "ভালো প্রশ্ন। তুমি তো জানো ক্লাসিকাল মিউজিকে অরকেস্ট্রা ব্যবহার করা হয়। অনেক মিউজিকযন্ত্র। অনেক রকম আওয়াজ। তাদের একসঙ্গে মিলেমিশে বাজাতে হবে। এই মিলেমিশে বাজাবার ব্যাপারে সাহায্য করে কনডাকটার। কিছু কিছু কাজ আছে, যেমন বাখের 'সেন্ট ম্যাথুস প্যাসান' বা হান্ডেলের 'মেশায়া', এখানে শুধু অরকেস্ট্রা নেই। কোরাস আছে এবং অনেক একক গানও আছে। সবাইকার তাল ঠিক রাখতে হবে। ঠিক সময় গাইতে হবে। বাজাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন একজন লোকের যে সবাইকে ঠিকভাবে, ঠিক সময়ে চালাবে। সেই হল কনডাকটার। আমি আর ওয়েবার অনেক কনডাকট করেছি।"

পুলু বললে, "ধন্যবাদ স্যার। কনডাকটিং কী বুঝলাম। পুলিশ যেমন রাস্তায় গাড়ি আর লোকেদের চালায় ঠিক সেই রকম ব্যাপার। কনডাকটার হল মিউজিকের পুলিশম্যান। কিন্তু স্যার আপনার কাজের কথা বললেন না?"

একটু হেসে মেন্ডেলশন বললেন, "আমার অনেক কাজ আছে কিন্তু তোমার জন্য আমি বলব আমার 'মিড সামার নাইটস ড্রিম' ওভারচার, আমার অকটেট, আমার 'ইটালিয়ান' সিম্ফনি ও ভায়লিন কনচেরটো।"

পুলু বললে, "স্যার ওভারচার কী?"

মেন্ডেলশন বললেন, "অপেরা শুরু হবার আগে অরকেস্ট্রার বাজনাকে ওভারচার বলা হয়। কিন্তু অপেরার বাইরেও অনেক ওভারচার লেখা হয়েছে। সেই সব অরকেস্ট্রার কাজ দিয়ে কোনো ভাব বা মুড প্রকাশ করা হয় কিংবা গল্প বলা হয়।"

পুলু নোটবইতে লিখল ওভারচার শুনতে হবে। নোটবই থেকে মুখ তুলে দেখল কোথায় মেন্ডেলশন আর ওয়েবার। পুলু দেখল, অনেক দূরে দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছে।

পুলু বললে, "চমৎকার লোক ওই মেন্ডেলশন আর ওয়েবার। অনেক ফান্ডা আছে। কিন্তু পিয়ানো, আমার যে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।"

পিয়ানো বললে, "আমিও তাই ভাবছিলাম। চলো কাছেই একটা কফিহাউস আছে, আমরা বসে একটু কফি খাই। পুলু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "কফি কফি।" কফিহাউসে এসে পুলু দেখল একটা বোর্ড টাঙানো আছে বাইরে। তাতে লেখা 'দি মিউজিকা'। এটাই হল পিয়ানোপুরের প্রধান কফিহাউস বা রেস্টুরেন্ট।

পুলু ঢুকেই দেখল একটা কোনার জানলার পাশে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে গালে হাত দিয়ে। জানলার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে।

পিয়ানো বললে, "জোহানেস ব্রামস। চলো ওর সঙ্গে কথা বলি। আমি ওকে বলেছি তোমার কথা।" পিয়ানো আর পুলু ব্রামসের দিকে এগিয়ে গেল।

জানলার কাছে ব্রামস বসে সামনে এক কাপ কফি। পিয়ানো বলল, "স্যার, আমি যেই ছেলেটার কথা বলেছিলাম সে এসেছে।"

ব্রামস জানলার দিক থেকে মুখ সরিয়ে পুলুর দিকে তাকালেন। বললেন, "বোসো পুলু। আমি তোমার কথা শুনেছি। এই নাও খাও।" বলে পকেট থেকে কয়েকটা লজেন্স বার করে পুলুকে দিলেন। "আমার কাছে সব সময় তোমার মতন ছেলেদের জন্য লজেন্স থাকে। বাখ আর হ্যান্ডেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে? বা খুব ভালো। তাহলে তো পিয়ানোপুরের আসল লোকেদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। বেঠোফেন? এখনো দেখা হয়নি? ওর বাড়ি যাবে? বা বেশ ভালো।" ব্রামস আবার জানলার দিকে তাকালেন। কি যেন ভাবছেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে পুলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেঠোফেনের মতন মিউজিক হয় না। বেঠোফেন, বাখ, মোৎসার্ট এই তিনজনকে শুনেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তারপর আমরা তো আছি।"

পুলু ভাবল, লোকটা কি ভালো। দাড়ির জন্য ভালো করে মুখ দেখা যায় না কিন্তু চোখদুটো খুব সুন্দর।

"স্যার আমি ছোট্ট ছেলে, সবে মিউজিক শুনতে আরম্ভ করেছি। আপনার মিউজিক আমি কি শুনব? হায়ডেনসাহেব বলেছেন আপনার সিম্ফনি শুনতে।"

ব্রামস একটু হেসে বললেন, "হায়ডেনসাহেবের কোনো তুলনা নেই। তার মতন সিম্ফনি যদি আমি লিখতে পারতাম তাহলে বর্তে যেতাম। তবুও যখন বলছ শুনবে তাহলে বলি, আমার চারটে সিম্ফনি চার রকম। শুনো। শুনলে বুঝতে পারবে যে হায়ডেনসাহেবর যুগ থেকে সিম্ফনি কিভাবে এগিয়ে

চলেছে। আমার প্রথম সিম্ফনিতে ইন্ট্রোডাকশান আছে কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় সিম্ফনিতে সেটা অনেক কমিয়ে দিয়েছি। আর আমার শেষ সিম্ফনিতে ইন্ট্রোডাকশান একদম বাদ। তোমাকে একটা রেকর্ড দিয়ে দেব, হস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনো। আমাকে চিঠি লিখে জানিও কীরকম লাগল। কোথায় চিঠি লিখবে? জে ব্রামস, পিয়ানোপুর লিখলেই পেয়ে যাব। আমার ভায়লিন কনচেরটো শুনো আর শুনো আমার দুটো পিয়ানো কনচেরটো। কি পিয়ানো, ভালো না?"

পিয়ানো আনন্দে আটখানা হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "সাহেব ওই দুটো পিয়ানো কনচেরটো যখন বাজে আমার বুক আনন্দে ফেটে পড়তে চায়।"

ব্রামস বললেন, "আমার চেম্বার মিউজিক শুনো। তোমায় তো হায়ডনসাহেব কোয়ারটেট কী বুঝিয়েছেন। এই ধরনের মিউজিককে বলা হয় চেম্বার মিউজিক। অর্থাৎ যে মিউজিক চেম্বার বা ঘরে বসে শোনা যায়। কনসারট হলে বা মঞ্চে যেতে হয় না। চেম্বার মিউজিকের আর একটা নাম— বন্ধুদের মিউজিক বা 'মিউজিক ফর ফ্রেন্ডস'। আমি তোমায় আমার কয়েকটা চেম্বার মিউজিক রেকর্ড দিয়ে দেব। এই দেখো মিউজিক ফর ফ্রেন্ডস বলতে না বলতে আমার দুই বন্ধু ও গুরু শুবার্ট ও শুমান কফিহাউসে ঢুকল।"

পিয়ানো লাফিয়ে উঠল, "পুলু তুমি খুব লাকি। চলো ওদের টেবিলে গিয়ে বসি। সাহেব অনেক ধন্যবাদ।"

পুলুর মনে হল ব্রামস পিয়ানোর কথা শুনল না, আবার সেই আপন মনে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

* * * *

যে টেবিলের দিকে পিয়ানো পুলুকে নিয়ে গেল সেই টেবিলে দুজন লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। একজনকে বাচ্চা বাচ্চা দেখতে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখে গোল গোল চশমা। নাকটা খেঁদা। আর একজনের মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। লম্বা লম্বা চুল। মুখটা একটু ফোলা ফোলা কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

পিয়ানো বললে, "শুমানসাহেব আর শুর্বাটভাই আপনাদের সঙ্গে আমি পুলুর আলাপ করে দি। এই

ছেলেটির বেঠোফেন শুনতে খুব ভালো লেগেছিল বলে ও পিয়ানোপুরে এসেছে আমার সঙ্গে মিউজিকের সন্ধানে। আপনারা দুজনেও কিছু উপদেশ দিন।"

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "বেঠোফেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

পিয়ানো বলল, "মোৎসার্ট আর বেঠোফেনের বাড়ি এইবার যাব। পথে যেতে যেতে ভাবলাম কফিহাউসে আসি যদি আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।"

শুমান একটা চেয়ার টেনে বললেন, "ঠিক আছে বোসো। আগে শুবার্ট বলুক তারপর আমি বলব। কারণ ও আমার চেয়ে বড়।"

পুলু ভাবল, তাহলে এই কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ছেলেটা হল শুর্বাট। ওর কথাই তো আমায় ডাবলবেশ বলেছে।

"শুর্বাটস্যার, আপনার কথা আমায় ডাবলবেশ বলেছে।"

শুর্বাট বললেন, "ডাবলবেশকে আমার খুব ভালো লাগে। আমার 'ট্রাউট কুইনটেটে' ডাবলবেশের অনেক কাজ আছে। কেন আমি অত ভাবি-টাবিনি। মাথায় যা এসেছে তা লিখেছি। সুর মাথায় এলেই লিখেছি, কী সিম্ফনি, কী কুইনটেট। আমি সুরের পাগল। আমি ঘাসে ঘাসে, পাতায়, পাতায় সুর খুঁজে বেড়িয়েছি। আমার মাথায় এত সুর আসত যে সব সময় আমি কাজ শেষ করতে পারতাম না। একটা সুরকে ধাক্কা দিয়ে আর একটা সুর ঢুকত। তাই তো আমার 'অসমাপ্ত' সিম্ফনি শেষ করতে পারিনি।"

শুমান বললেন, "আমারও ঠিক তাই হত। আমরা রোমান্টিক কম্পোজার। আমরা মোৎসার্ট হায়ডেন থেকে একটু আলাদা।"

পুলু নোটবুক থেকে মুখ তুলে বলল, "কিরকম ভাবে আলাদা? রোমান্টিক মানে কি?"

শুমান বললেন, "কি শুর্বাট আপনি বলবেন, না আমি?"

"আপনি বলুন শুমান। আমার ঠিক কথা আসে না। তাছাড়া আপনি সংগীত নিয়ে লিখতেন। সব রোমান্টিকদের আপনি গুরু। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আমার মাথায় সারাক্ষণ সুর আসত, সে গান কী সিম্ফনি কোয়ারটেট কী কুইনটেট। সুর এলেই আমি মিউজিক কাগজ নিয়ে লিখতে বসে যেতাম। আর কিছু জানি না। আপনি মিউজিক নিয়ে চিন্তা করেছেন, আপনি বলুন।"

শুমান শুরু করলেন, "পুলু তোমার জন্য আবার বহুদিন পরে মিউজিক সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আমার সেই মিউজিক পত্রিকার কথা মনে পড়ে যায়। আমি ছিলাম তার সম্পাদক। খুব ভালো লাগছে। তবে শোনো বলি। মিউজিক বা সংগীত দুইরকম। একরকম সংগীত শুধু আওয়াজের মালা গাঁথে। তার কোনো মানে নেই, কেবল আছে একটা নিজস্ব ছন্দ, নিজস্ব ঢঙ। সেই ছন্দ তার আনন্দ, তার প্রাণ। এইরকম সংগীত লিখতেন মোৎসার্ট আর হায়ডেন। এইটেই হল ক্লাসিকাল মিউজিক। আর এক ধরনের মিউজিক আছে যা আওয়াজের মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে চাইছে। এই সংগীত জীবন নিয়ে লেখা। গাছপালা, পাখির গান, চাঁদের আলো, গরম, বৃষ্টি, ঝড়, আরো অনেক কিছু। অনেক সময় এই সংগীতের মধ্যে একটা ঘটনা আছে সেই গল্প সংগীতের মাধ্যমে বলা হচ্ছে, বা কিছু ছবি আঁকা হচ্ছে। এই হল রোমান্টিক মিউজিক। আমি আর শুর্বার্ট রোমান্টিক যুগের কম্পোজার। আরো অনেকে আছেন যেমন ওয়াগনার, লিস্‌ট এবং সোঁপা। আর ওয়েবার ও মেন্ডেলশনের সঙ্গে তো তোমার আলাপ হয়েছে। ওয়াগনার নিজেই গল্প ও নাটক লিখে তাতে সুর দিতেন। তিনি অপেরা লিখতেন ও তার অপেরার গল্প বা নাটক তিনি নিজেই লিখতেন। গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া চললে যে রকম আওয়াজ হয় তা ওয়াগনার মিউজিকে প্রকাশ করেছেন। কাজটার নাম 'ফরেস্ট মারমার'। আবার আগুনের লাফালাফির আওয়াজও তিনি মিউজিকে ধরেছেন, যেমন তার 'ম্যাজিক ফায়ার মিউজিক'। আমি পিয়ানোকে বলব তোমায় এই দুটো রেকর্ড দিয়ে দিতে। আমি মনে করি মানুষের মনের দুটি দিক আছে— একটা শান্ত, একটা চঞ্চল। রোমান্টিক মিউজিক এই দুটি দিক প্রকাশ করে। আমি এই দুটো দিকের দুটো ছদ্মনাম রেখেছিলাম। আমি যখন চঞ্চল মিউজিক লিখতাম তখন আমি হতাম 'ফ্লোরেস্টান' আর আমি যখন শান্ত মিউজিক লিখতাম তখন আমি হতাম 'ইউসুবিয়াস'। এ আমার এক ধরনের খেলা ছিল। আমার মিউজিকের মধ্যে সব সময় 'ফ্লোরেস্টান' আর 'ইউসুবিয়াস' লুকিয়ে থাকত। আমি মনে করি সব মিউজিকই তাই। মানে লুকিয়ে রাখা রোমান্টিক মিউজিকের একটা অঙ্গ। আমাদের হিরো ছিল বই—শেক্সপিয়ার। আর বইগুলোর ভাব আমরা মিউজিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করতাম।"

পুলু মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। বলল, "এই 'ফ্লোরেস্টান' 'ইউসুবিয়াস' ব্যাপারটা একদম ঠিক। ধরুন হায়ডেনের সিম্ফনির প্রথম মুভমেন্ট হল চঞ্চল অর্থাৎ 'ফ্লোরেস্টান' আর দ্বিতীয় মুভমেন্ট শান্ত অর্থাৎ 'ইউসুবিয়াস' তাই. না?"

শুমান বললেন, "মোটামুটি তাই। তুমি ঠিক ধরেছ।"

পুলু বলল, "আচ্ছা স্যার। বেঠোফেন রোমান্টিক, না ক্লাসিকাল?"

শুমান বললেন, "ওকে খাঁচায় পোরা যায় না। বেঠোফেন পুরোপুরি রোমান্টিক নন আবার পুরোপুরি ক্লাসিকালও নন। তাই উনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কখনো মনে হয় তার সংগীত শুধু আওয়াজের খেলা যেমন তার পিয়ানো সনাটা বা তার অটো নম্বর সিম্ফনি। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তাঁর 'পাস্টোরাল' সিম্ফনির কথা যাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির জয়গান। এই সিম্ফনিতে যেভাবে ঝড় দেখানো হয়েছে তা শুধু একজন রোমান্টিক কম্পোজারের পক্ষে সম্ভব।"

পুলু বলল, "স্যার বাখ হ্যান্ডেল কি?"

শুমান বললেন, "ওরা বারোখ যুগের কম্পোজার। ১৬০০ থেকে ১৭৫০ এই দেড়শো বছরকে বারোখ যুগ বলা হয়। বারোখ কথাটার মানে এক মজার ধরনের মুক্ত। ওদের মিউজিক খুব মজার। কখনো-বা চঞ্চল কখনো শান্ত। কখনো প্রচণ্ডভাবে জমাট ও আনন্দময়। যেমন হ্যান্ডেলের 'মেশায়া' বা তার 'রয়েল ফায়ারওয়ার্ক মিউজিক'। বারোখ যুগে খানিকটা রোমান্টিক ভাব ছিল। দেখো ভিভালদি তার 'ফোর সিস্‌ন্স' কবিতা পড়ে লিখেছে। আমরা যেমন শেক্সপিয়ার বা গেটে পড়ে সংগীত লিখেছি। 'ফোর সিস্‌ন্স' হল ঋতুর বর্ণনা। চোখের সামনে চার ঋতুর ছবি এঁকে দেয়। একদম রোমান্টিক মিউজিক অথচ রোমান্টিক যুগের দুশো বছর আগে লেখা। বারোখ কম্পোজাররা ঝড় বা পাখির ডাক নিয়ে মিউজিক লিখেছেন। বাখ আবার কফি খাওয়া নিয়েও মিউজিক লিখেছেন তার কফি কানটাটাতে। আমি শেষ কথা বলি। সব লোকেদের মধ্যে যেমনি ফ্লোরেস্টান ও ইউসুবিয়াস আছে তেমনি সব কম্পোজারদের মধ্যে কিছুটা রোমান্টিক আর কিছুটা ক্লাসিকাল ভাব আছে। হায়ডেন যেমন তাঁর 'লারক কোয়ারটেটে' পাখির ওড়ার ছন্দ ও গতি ধরতে পেরেছেন, বা তাঁর 'ক্লক' সিম্ফনিতে ঘড়ির চলার ছন্দ আনতে পেরেছেন তেমনি মোৎসার্টও তার পিয়ানো কনচেরটোতে তার প্রিয় কেনেরি পাখির ডাক ফোটাতে পেরেছে।"

এই বলে শুমান একটু থেমে কফিতে চুমুক দিলেন।

পুলু বললে, "স্যার আপনার কথা শুনলে মনে হয় যে ইয়োরোপিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিককে শুধু ক্লাসিকাল বললে ভুল হয়, তাই না?"

শুমান বললেন, "শাবাস পুলু, ঠিক বলেছ। এর মধ্যে ক্লাসিকাল আছে, রোমান্টিক আছে, বারোখ আছে। কিন্তু ক্লাসিকাল কথাটাই লোকে চালু করে দিয়েছে যদিও ক্লাসিকাল মিউজিক শুধু ১৭৬০ থেকে

১৮২৫ পর্যন্ত লেখা হয়েছে।"

শুর্বার্ট একটু হেসে বললেন, "কি পিয়ানো, আমি বলেছিলাম শুমানই ঠিক বোঝাবে। তুমি বরঞ্চ পুলুকে শুমান আর আমার মিউজিকের একটা তালিকা দিও। আর কিছু রেকর্ড দিয়ে দিও, ও বেচারা রেকর্ড শুনতে ভালোবাসে। হ্যাঁ পুলু, তুমি আমার দুটো পিয়ানো ট্রিও আর চেলো কুইনটেট অবশ্যই শুনো। আমার 'অসমাপ্ত' সিম্ফনি কেন অসমাপ্ত এই প্রশ্ন সবাই করে তাই এখানেই বলে রাখি যে আমি জানি না। কিন্তু তার শুধু দুটো মুভমেন্ট আছে আর এভাবেই সবাই শোনে।

পুলু আর পিয়ানো বাই বাই করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। আসার সময় দেখল ব্রামস তখনো জানলার ধারে ঠিক সেইভাবে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তার সামনে এক পেয়ালা কফি।

* * * *

রাস্তায় এসে পুলু পিয়ানোকে বলল, "শুমান কি সুন্দরভাবে বোঝালেন। ভাগ্যিস আমায় তুমি 'মিউজিকা' কফিহাউসে নিয়ে এসেছিলে।"

পিয়ানো বললে, "শুমানসাহেবের আজ ভালো মুড ছিল। লোক খুব ভালো। শুর্বার্টকে কিরকম লাগল?"

পুলু বলল, "খুউউউব ভালো। আমি শুর্বার্টদাদা বলে ডাকব। আচ্ছা পিয়ানো, শুধু তোমার জন্য কোনো কম্পোজার নেই। যেমন ভায়লিনের আছে পাগানিনি?"

পিয়ানো বললে, "আছে বইকি, সোঁপা আর লিস্ট। ওরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে আর আমার জন্য কত কাজ লিখেছেন। ওই দেখো, বলতে না বলতেই ওরা দুজনেই এদিকে আসছেন।"

পুলু দেখল, শাদা লাইনকাটা রাস্তা দিয়ে দুজন লোক তাদের দিকে হেঁটে আসছে। দুজনেই রোগা, লম্বা। একজন কালো পোশাক পরা, খুব সরু লম্বা মুখ। কেমন ফ্যাকাসে চেহারা। চোখগুলো বড় বড়। আর একজন পাদরিদের মতন পোশাক পরা। খুব বড় বড় চুল। সুন্দর চেহারা। দুজনেই এসে পিয়ানোর সামনে দাঁড়ালেন। আর পিয়ানোকে কত আদর করলেন। আর পিয়ানো খিলখিল করে হেসে উঠল। সে কি মিষ্টি হাসি।

পিয়ানো বললে, "প্রভু আপনারা দয়া করে এই পুলুকে একটু আশীর্বাদ করে যান। ও যেন অনেক অনেক মিউজিক শুনতে পারে।"

পাদরির পোশাক পরা লোকটি পুলুকে বলল, "আমি ফ্রান্স লিস্ট।" আর সেই ফ্যাকাসে লোকটি বলল, "আমি ফ্রেডেরিক সোঁপা।"

তারপর দুজনেই বলল—

মিউজিক মিউজিক
মিউজিক টিউজিক
কখনো হাসিক
কখনো ট্র্যাজিক
কত রূপ ছন্দ
কত যে আনন্দ
মিউজিক বন্ধ
তো
জীবন অন্ধ

পুলু ভাবল, এ তো আমার মনের কথা। পিয়ানো বললে, "প্রভু আপনারা আশীর্বাদ করেছেন তার জন্য অজস্র প্রণাম। এখন একটা যদি লিস্ট আমাকে দিয়ে দেন, মানে তালিকা, তাহলে পুলুকে সেটা দিয়ে হস্টেলে ফেরত পাঠাব।"

লিস্ট আর সোঁপা গাইলেন—

মিউজিক লিস্ট
একটা আস্ত ফিস্ট
রেকর্ড কেনো
আর, যত পার শোনো।

আবার তারা পিয়ানোকে অনেক আদর করলেন। তারপর লিস্ট দেব বলে প্রমিস করে শাদা ডোরাকাটা রাস্তা দিয়ে দূরে আরো দূরে চলে গেলেন।

পুলু বললে, "কি মজার তোমার দুই গুরু পিয়ানো। তারা তোমায় খুব ভালোবাসে।"

পিয়ানো বললে, "হ্যাঁ, এইবার চলো মোৎসার্টসাহেব বোধ হয় বিলিয়ার্ড ঘর থেকে

বেরিয়েছেন।"

দুজনেই এগোতে যাচ্ছে হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলায় কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল, "কি ব্যাপার পিয়ানো। এই ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

চমকে গিয়ে দুজনে দেখল একজন দাড়িওয়ালা লোক। পুলুর মনে হল ব্রাম্‌সের মতন অত বড় দাড়ি না হলেও পুরো দাড়ি। খুব সুন্দর চেহারা। মাথায় একটা টুপি। কোট আর ওভারকোট তার আবার কলার ওঠানো।

পিয়নো একটু চমকে গিয়ে বলল, "চাইকোভ্‌স্কিসাহেব আমি আপনাকে খুঁজছিলাম। কেমন আছেন আপনি? এ হল পুলু, খুব মিউজিক ভালোবাসে তাই পিয়ানোপুরে নিয়ে এসেছি। আপনি একটু বলে দিন, আপনার কোন মিউজিক ও শুনবে।"

পুলু দেখল, চাইকোভ্‌স্কির মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল। একটু থেমে পুলুকে বললেন, "আপনি বাখ, বেঠোফেন..."

পিয়ানো একটু যেন অবাক হয়ে বলল, "ও একটা বাচ্চা ছেলে, ওকে আপনি বলছেন কেন? তুমি বলুন, তুইও বলতে পারেন।"

চাইকোভ্‌স্কি একটু থতমতো খেয়ে বললেন, "তুমি বাখ বেঠোফেন শোনো, আমার মিউজিক শুনে কী হবে।"

পিয়ানো বললে, "আর যাই শুনুক না শুনুক আপনার নাম্বার ওয়ান পিয়ানো কনচেরটোটা ওকে না শুনিয়ে ছাড়ব না।"

চাইকোভ্‌স্কি বললেন, "ঠিক আছে ওটা শুনিও। তাছাড়া আমার চার, পাঁচ আর ছয় নম্বর সিম্ফনি শুনিও। আর ভায়লিন কনচেরটোটাও। তাছাড়া বাচ্চা ছেলে তো, আমার 'কাপরিচিও ইটালিয়ানো' আর ১৮১২ ওভারচারটাও ভালো লাগবে। আর কি বলব। হ্যাঁ আমার 'সয়ান লেক' 'স্লিপিং বিউটি' ও 'নাটক্র্যাকার' ব্যালেগুলি ওর ভালো লাগবে।"

"স্যার ওকে কিছু রেকর্ড দিয়ে দেবেন? ও হস্টেলে ফিরে গিয়ে শুনবে।"

চাইকোভ্‌স্কি বললেন, "নিশ্চয়ই দেব। তুমি এসে নিয়ে যেও। আচ্ছা আমি চলি। নমস্কার।"

পুলু আর পিয়ানোকে নমস্কার করে চাইকোভ্‌স্কি আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলেন।

পিয়ানো বললে, "আচ্ছা ছিটিয়াল লোক। কেমন যেন দুঃখ দুঃখ ভাব সব সময়। একদম দুঃখ উসকি।

পুলু বললে, "আমার খুব ভালো লাগল। অসম্ভব ভদ্র। উনি ভীষণ একা বোধ হয়। আমার ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করছে।"

পিয়ানো বললে, "উনি উলটোদিকে থাকেন। আমরা এদিকে যাচ্ছি মোৎসার্টের বাড়িতে। পরের বার আলাপ কোরো।"

*　　*　　*　　*

পিয়ানো আর পুলু হেঁটে চলল। শাদার উপর কালো লাইনটানা কাগজের রাস্তার উপর দিয়ে। একটু পরেই পুলুর মনে হল পিয়ানোপুরের ইস্টিশানের পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে। খেলনার ট্রেনের মতন ট্রেন আর খেলনার স্টেশনের মতন স্টেশন। পুলু আরো দেখল, একটা দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক কেবল ট্রেনের মধ্যে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। আর হাততালি দিয়ে হাসছে। হাতে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাগ। পুলু জিগ্যেস করল, "ও কে?"

পিয়ানো বললে, "শোনো, ও হল কম্পোজার অ্যানটোনিন ভোরাক। ভীষণ ট্রেন দেখতে ভালোবাসতেন বলে ওর জন্য পিয়ানোপুরে এই স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। উনি ইঞ্জিন ইঞ্জিন খেলেন ওখানেই। কাছেই তার বাড়ি। খুব আনন্দে আছেন। ওর দারুণ মিউজিক, একবার শুনলে ভুলতে পারবে না। চেলো তোমায় ওর কনচেরটোর কথা বলেছে। একটা লিস্ট করে দেব। এখন চলো দেরি হয়ে গেছে।

৭

মোৎসার্টের বাড়ি দূর থেকে দেখা গেল। ভারী সুন্দর বাড়ি। একদম সিম্ফনির মতন সাজানো বাগান।

পিয়ানো বললে, "আরে বাপ তোমার জন্য একদম গেটের সামনে মোৎসার্ট দাঁড়িয়ে আছেন। আর ওর সঙ্গে আর একজন লোক। আরে ও তো বেঠোফেনসাহেব। কি ব্যাপার দুজনেই একসঙ্গে?"

পুলুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। যার জন্য সে পিয়ানোপুরে এসেছে, যার কথা সবাই বলেছে এতক্ষণ পরে সেই বেঠোফেনের সঙ্গে তার দেখা হবে। বাড়িটার আর একটু কাছে আসতে পুলু দেখল দুজনের দুইরকম চেহারা। একজন পরিপাটি। অনেকটা বাখের মতন সাজ কিন্তু আর একটু রোগা আর বেঁটে। নাকটা খুব লম্বা। খুব বড় বড় চোখ।

আর একজনের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল। চৌকো মুখটা। সুন্দর নয় কিন্তু চেহারার মধ্যে এক অদ্ভুত আগুন জ্বলছে। দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হয়। পুলুও থমকে দাঁড়াল।

পিয়ানো বললে, "ওই ঝাঁকড়া চুলের ঝাড় যার মাথায় সেই হল বেঠোফেন।" পুলু মনে মনে বলল আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম।

গেটের কাছে আসতেই মোৎসার্ট বললেন, "এই পিয়ানো, আমি বেঠোফেনকে ধরে এনেছি। তোমার ওই ছেলের সঙ্গে আলাপ করব।" পুলুর মনে হল দেখে, মোৎসার্ট খুব ছেলেমানুষ। আর বেঠোফেনকে দেখে মনে হয় মানুষ নয় একটা মস্ত পাহাড়।

মোৎসার্ট বললেন, "তুমি ছেলেটাকে কী কী দেখালে আমায় বলো তো? বাখ, হায়ডেন ও হ্যান্ডেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তো?"

পিয়ানো কেমন ভয় ভয় উত্তর দিল, ''হ্যাঁ স্যার।''

পুলু দেখল, বেঠোফেন ঠিক একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল উনি কোনো কথাই শুনতে পেলেন না। সেই একভাবে চেয়ে রইলেন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। চোখে তীক্ষ্ণ চাউনি। পিয়ানো ফিস ফিস করে পুলুর কানে কানে বলল, ''বেঠোফেন চিরকাল বদ্ধ কালা। কিছুই শুনতে পান না।''

পুলু বলল, ''কালা মানে কানে শুনতে পান না? সে কি! তাহলে উনি মিউজিক লিখতেন কী করে? মিউজিকের সবটাই তো কানে শোনার ব্যাপার।''

পিয়ানো বললে, ''সেইটেই তো আশ্চর্য! জগতের বোধহয় সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। কী করে বেঠোফেন মিউজিক লিখেছেন একমাত্র ভগবানই জানেন। হয়তো তার মনের মধ্যে একটা কান ছিল যার খবর আমরা জানি না। ''

পুলু বলল, ''হয়তো তাই। কিন্তু আমার বেঠোফেনের জন্য কষ্ট হচ্ছে।''

মোৎসার্ট বললেন, ''আমি বেঠোফেনকে এখানে টেনে এনেছি কারণ ও একলা থাকে। ছেলেটা গেলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আবার কানে শুনতে না পারার ব্যাপার নিয়ে একটু লজ্জা পাবেন। তাছাড়া ছেলেটাকে আমাদের দুজনের সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। শোনো বাচ্চা, এখন তুমি ছোট আছ। একটু বড় হলে প্রশ্ন শুনবে কে বড়? বেঠোফেন না মোৎসার্ট? এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই। কেউ যদি বলে গোলাপ ভালো, না চাঁপা ভালো—তুমি প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? আমি বেঠোফেনের চেয়ে মাত্র চোদ্দ বছরের বড়। কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে সংগীত লিখতে পারতাম বলে আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি লিখেছি। ও কম লিখেছে কিন্তু যা লিখেছে তার তুলনা নেই। আমার ভয়ানক রাগ হয় দেখলে যে একদল লোক মোৎসার্টের দিকে যাচ্ছে আবার একদল যাচ্ছে বেঠোফেনের দিকে। আমি যা লিখেছি ও লিখতে পারবে না আবার ও যা লিখেছে তা আমার সাধ্য নেই। আমি 'মিসা সলোমনিস' লিখতে পারব না। ও তেমনি আমার 'করোনেসান মাস' বা 'এক্সুলটাটে জুবিলাটে' লিখতে পারবে না। আমি ওর পাঁচ নম্বর বা নয় নম্বর সিম্ফনি লিখতে পারব না। ও তেমনি আমার 'জুপিটার সিম্ফনি' লিখতে পারবে না। এই হচ্ছে

ঘটনা।'' বলে মোৎসার্ট থামলেন। পুলু দেখল, বেঠোফেন ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কথা বললেন না। মাঝে মাঝে শুধু মাথা নাড়লেন। ঠোঁটে সামান্য একটু হাসির রেখা।

পুলু নোটবইতে সব লিখছিল দেখে মোৎসার্ট বললেন, ''তুমি কী লিখছ? আমার আর বেঠোফেনের শোনার মতন কাজের একটা তালিকা আমি করে রেখেছি। পিয়ানোকে দিয়ে দেব। তাছাড়া আমাদের কিছু রেকর্ড তুমি পাবে। হস্টেলে ফিরে গিয়ে তুমি শুনো। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। বেঠোফেনের 'প্যাস্টোরাল' সিম্ফনি তুমি অবশ্যই শুনবে। আমি ভাবতেই পারি না যে ওইরকম কাজ ও কী করে লিখল। কারণ ও কালা অথচ এ সিম্ফনিতে আছে প্রকৃতির সবরকম আওয়াজ। আর আমার 'সিনফোনিয়া কনচারটানটে' তুমি শুনলে আমি খুব খুশি হব। তাছাড়া আমাদের দুজনের চেম্বার মিউজিক তোমার শোনা দরকার। তাহলে বুঝবে মিউজিকের স্রোত কিভাবে নদীর মতন এগিয়ে চলেছে। আমার পিয়ানো ব্রাস ও উডভিন্ড কুইনটেট ও ক্ল্যারিনেট কুইনটেট এবং বেঠোফেনের লেট বা শেষ কোয়ারটেট শুনবে। অনেকে বলেন বেঠোফেনের কোয়ারটেটগুলি শোনা শক্ত। তুমি শুনে দেখবে এর মতন মিউজিক আর লেখা হয়নি। আসলে আমি ক্লাসিকাল যুগ থেকেই মাঝে মাঝে রোমান্টিক এবং বেঠোফেন রোমান্টিক যুগের মানুষ হয়েও মাঝে মাঝে ক্লাসিকাল।

পুলু বলল, ''স্যার আমায় শুমানস্যার ওই এক কথা বলেছিলেন।''

মোৎসার্ট বললেন, ''কে, রবার্ট শুমান? খুব পণ্ডিত লোক। ওর কথা শুনো, যদিও লোকে ওকে পাগল বলে।''

পিয়ানো একটু গলা খাঁকিয়ে দিয়ে উঠল।

মোৎসার্ট বললেন, ''খুক খুক করছ কেন পিয়ানো। আমি তো ঠিক কথা বলছি। বেচারা শুমান পাগল হয়ে গেলেন কিন্তু ওর মতন সংগীত সমালোচক আর হয়নি। শুর্বাটও বেচারা দেখো বেঠোফেনের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশে থেকেও আলাপ হয়ে ওঠেনি।''

পুলু ভাবল, অনেকটা আমার অবস্থা। আমিও তো চাই বেঠোফেনের সঙ্গে আলাপ করতে কিন্তু কিছুতেই কথা হচ্ছে না। বেঠোফেন কালা বলে কথা বলছেন না।

মোৎসার্ট আবার বললেন, ''আমার জীবনটা ছিল অনেকটা প্রেসির মতন। স্কুলে তোমাদের প্রেসি করতে দেয় না! আমি হলাম একটা বড় লম্বা জীবনের প্রেসি। ছোটবেলায় প্রায় তিন বছর বয়স থেকে

আমি মিউজিক লিখতে শুরু করি। তারপর অর্ধেক জীবন ঘোড়াগাড়িতে চড়েই কাটিয়ে দিলাম। প্যারিস, রোম, লন্ডন। সব জায়গায় মিউজিক নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। হ্যান্ডেলের বাবা চাননি ছেলে মিউজিক নিয়ে থাকে। আর আমার বাবা এত চেয়েছিলেন যে তিন বছর বয়স থেকে আমায় মঞ্চে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এত আগে শুরু করেছিলাম বলে তিরিশের পরে আমি হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আর বেঠোফেনকে দেখো। আটাশ বছর বয়সে ও কালা হয়ে যায়। তারপর নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয়। দেখো আমাদের একটা কথাও শুনতে পেল না।"

পিয়ানো বললে, "আমি পুলুর জন্য একটা কনসারটের বন্দোবস্ত করেছি। আমার খুব ইচ্ছে আপনারা দুজনে কনসারটে আসুন।"

মোৎসার্ট বললেন, "তোমরা এগোও, আমি বেঠোফেনকে নিয়ে আসছি। কোথায় হবে? আমাদের গির্জেতে তো? ঠিক আছে দেখা হবে।"

* * * *

মোৎসার্টের বাড়ি থেকে আবার রাস্তায়।

পুলু বলল, "বেঠোফেন আটাশ বছরে কালা হয়ে যায়! বেচারা বেঠোফেন। পিয়ানো, আমি যার জন্য পিয়ানোপুরে এলাম, যার কথা এত শুনলাম, যার সঙ্গে আমার এত আলাপ করার ইচ্ছে তার সঙ্গে দেখা হল কিন্তু আলাপ হল না।"

পিয়ানো বললে, "সে যে কালা। একদম একা থাকে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু বেঠোফেন আমায় ডেকে বলেছিল তোমায় নিয়ে আসতে। মনে মনে বেঠোফেন তোমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। তুমি কী চাও বুঝতে পেরেছেন। তুমি বেঠোফেনের মিউজিক শোনো তাহলেই বেঠোফেন বুঝতে পারবেন, খুশি হবেন।"

পুলু বলল, "আমি বেঠোফেনের সব কাজ শুনব। সব্বাইকার চেয়ে আমার বেঠোফেনকে ভালো লেগেছে। যদিও ওর সঙ্গে আমার একটাও কথা হয়নি।"

পিয়ানো বলল, "পুলু, তুমি আবার বেঠোফেনকে দেখতে পাবে উনি কনসারটে আসছেন।"

পুলু বলল, "আচ্ছা পিয়ানো, কনসারট কি?"

পিয়ানো বললে, "মঞ্চে যখন মিউজিক বাজানো হয় তাকে কনসারট বলা হয়।"

পুলু বলল, "এখন পিয়ানোপুরে বুঝি একটা কনসারট হবে। বা কি মজা! কোথায় হবে? কী কনসারট?"

পিয়ানো বলল, "পুলু, তুমি বড্ড প্রশ্ন করো। কনসারটটা আমাদের গির্জেয় হবে এবং এটা হল পিয়ানোপুরে আসার তোমার গ্র্যান্ড ফিনালে। পিয়ানোপুর সিম্ফনির শেষ মুভমেন্ট বলতে পার। এখন চলো। সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

৮

এই সেই চার্চ যেখানে বাখ পুলুকে অরগান মিউজিক শোনান। এই গির্জাতেই ভিভালদি থাকেন। তখন গির্জাটা ছিল খালি। এখন মনে হল গির্জের চারপাশে অনেক লোক। পুলু দূর থেকেই দেখল অনেক লোক গির্জায় যাচ্ছে। পুলু আর পিয়ানো এগিয়ে চলল। হঠাৎ পুলু দেখল একজন লোক তার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি গির্জের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বেঁটে। গায়ে একটা বিশাল ঢলঢলে ওভারকোট। মাথায় চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে মনে হবে কোনো চুল নেই। নাকটা বিরাট বড়। একটা মাছ ধরার বঁড়শির মতন।

পিয়ানো বললে, "ওই হল আনটন ব্রুকনার। খুব ভালো সিম্ফনি লিখতেন। আর তার একটু দূরে যে লোকটি হাঁটছেন একটা সুন্দর সুট পরে, চোখে চশমা। সে হল গুস্তাভ মালহার। মালহারও খুব ভালো সিম্ফনি লিখত।" মালহারও খুব হন হন করে চার্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটু আগে পুলু দেখল আর একজন লোক। হাতে একটা বিশাল চেলো।

পিয়ানো বললে, "ও হচ্ছে লুইজি বখেরিনি। চমৎকার মিউজিক। তোমার খুব ভালো লাগবে। অনেকটা মোৎসার্ট আর হায়ডেন মিলিয়ে যা হয়। বখেরিনি খুব ভালো চেলো বাজাতেন। আজকে হয়তো চেলো বাজাচ্ছেন কোথাও।"

পুলু দেখল বখেরিনি চেলো হাতে চার্চের মধ্যে ঢুকল। চার্চের সামনে এসে দেখল বাখ ও হ্যান্ডেল দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে। পুলু ও পিয়ানোকে দেখে হাসলেন।

হ্যান্ডেল বললেন, "এই যে ছোঁড়া, তোমার জন্য আমরা একটা কনসারট তৈরি করেছি। তুমি যাও ভিতরে গিয়ে পিয়ানোর সঙ্গে বোসো। ওখানে একটা প্রোগ্রাম পাবে।"

বাখ বললেন, "হস্টেলে ফিরে গিয়ে ভালো করে মিউজিক শুনো। তোমার জন্য সব রেকর্ড

পিয়ানোকে দিয়ে দিয়েছি।"

পুলু পিয়ানোকে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা পিয়ানো, প্রোগ্রাম মানে কী?"

পিয়ানো বললে, "একটা কনসারটে যা বাজানো হয় তাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম একটা কাগজে লেখা থাকে।"

পুলু আর পিয়ানো গির্জের ভিতর গেল। দেখল গির্জে তিল ধারণের জায়গা নেই। লোক গিজ গিজ করছে।

পিয়ানো বলল, "আজ কনসারট শুনতে পিয়ানোপুরের সবাই এসেছে। কম্পোজার, কনডাকটার সবাই। পুলু, তোমার জন্য একদম সামনে জায়গা রাখা হয়েছে। চলো আমরা গিয়ে বসি।" পুলু দেখল, দুটো সিট রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে, সিটের ওপর একটা কাগজ রাখা।

পিয়ানো বলল, "এটা হল প্রোগ্রাম। পুলু, তুমি তুলে পড়।"

প্রোগ্রাম তুলে পুলু পড়ল। তাতে লেখা আছে—

	কনসারট পুলু
যে. এস. বাখ জি এফ হ্যান্ডেল	পিয়ানোপুর চার্চ 'জেসু জয় অফ ম্যানস ডিজায়ারিং 'মেশায়া'

পুলু দেখল তার নীচে লেখা—

কনডাকটার	ফেলিক্স মেন্ডেলশন

পুলু লাফিয়ে উঠল প্রোগ্রাম পেয়ে। হ্যান্ডেলসাহেব তো বলেছিলেন আমায় মেশায়া না শুনিয়ে ছাড়বেন না। আর মেন্ডেলশন কনডাকট করবেন। কি দারুণ ব্যাপার। পিয়ানো বললে, "মেন্ডেলশন বোধহয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কনডাকটার।"

পুলু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "বাবা কি মজা আমি 'মেশায়া' শুনব।"

খুব কাছে একজন অদ্ভুত ধরনের লোক বসেছিল। তাকে দেখে মনে হয় বনমানুষ। মাথায় খুব লম্বা লম্বা চুল। গায়ে বড় কালো কোট। হাতে একটা বেহালা। পিয়ানোকে জিগ্যেস করতে সে বলল, লোকটা ভায়লিন জাদুগর পাগানিনি।

পিয়ানো বলল, ‘‘আজ এই কনসারট শুনতে পিয়ানোপুরের সবাই এসেছে। পাগানিনি, বেয়ারলিওজ, আলবিনোনি, লকাটেলি, গ্লুক, পাখেলবেল, টেলেমান, সিবেলিয়াস। তাছাড়া শুবর্ট, শুমান, হায়ডেন, ভোরাক, ব্রুকনার, মালহার, চাইকোভ্স্কি, সবাই, সবাই।’’

পুলু বললে, ‘‘ওই তো ওয়েবারসাহেব।’’ মনে মনে বলল ওকে একদম সেই হস্টেলের লম্বা ছেলেটার মতন দেখতে।

পিয়ানো বলল, ‘‘পুলু ওই দেখো মোৎসার্ট ও বেঠোফেন গির্জায় ঢুকলেন। এইবার কনসারট শুরু হবে।’’

হঠাৎ হ্যান্ডেলসাহেব পুলুর কাছে এসে বললেন, ‘‘কি পুলু, তোমায় আমি কী বলেছিলাম, ‘মেশায়া’ শুনিয়ে ছাড়ব। তোমায় তো আমি ‘মেশায়া’ দিলাম আর তুমি আমায় কী দেবে?’’

এই কথার পুলু কোনো জবাব দিতে পারল না। মনে মনে বলল, ‘‘একশোবার হাজারবার আপনার ‘মেশায়া’ শুনব। ভালোবাসব।’’

আবার হ্যান্ডেলসাহেব ফিরে এলেন। বললেন, ‘‘হ্যালেলুইয়া কোরাসের সময় উঠে দাঁড়াতে ভুল না পুলু। রাজা দ্বিতীয় জর্জ বলে গেছেন উঠে দাঁড়াতে।’’

পুলু বলল, ‘‘উঠে দাঁড়াব স্যার।’’

পিয়ানো বললে, ‘‘দেখ পুলু, এবার যারা বাজাবে তারা আসতে আরম্ভ করেছে। শোনো সবাই হাততালি দিচ্ছে। ওই দেখো, চেলো হাতে বখেরিনি আর ভায়লিন হাতে ভিভালদি। ওরা সবাই আজ তোমার জন্য বাজাবে। দেখো প্রথমে কোরাস আসছে। দেখো ওরা পিছনে কিভাবে দাঁড়িয়েছে। দেখো, দেখো পুলু অরকেস্ট্রা আসতে আরম্ভ করেছে।’’

পুলু হাততালি দিয়ে উঠল, ‘‘পিয়ানো, পিয়ানো, ওই দেখো মেন্ডেলশন আসছেন।’’ পুলু আরো জোরে হাততালি দিয়ে উঠল।

পিয়ানো বললে, ‘‘পুলু এবার চুপ করে বোসো, এখনি কনসারট শুরু হবে।’’

প্রথমে 'জেসু-জয় অফ ম্যানস ডিজায়ারিং' বাজানো হল। পুলুর অসম্ভব ভালো লাগল। পিয়ানো বলল, "এইবার মেশায়া শুরু হবে।" শুরু হল।

প্রথমে একটা সিম্ফনি। পুলুর খুব ভালো লাগল। তারপর অনেকগুলো গান ও কোরাস। পুলুর মনে হল কি অদ্ভুত সুর। চমৎকার লাগল পুলুর।

পিয়ানো বলল, এইবার হ্যালেলুইয়া কোরাস আসছে। এই শুরু হল। পুলুর মনে হল একটা মস্তবড় আওয়াজ। এরকম আওয়াজ আর পুলু কখনো শোনেনি। মনে হল আকাশের মধ্যে এক হাজার বাজ পড়ল। কিন্তু সেই বাজের কি সুন্দর আওয়াজ। পুলুর মনে হল আকাশের মধ্যে এক লক্ষ তুবড়ি ফাটল কিন্তু সেই তুবড়ির কি সুন্দর আওয়াজ। মনে হল পৃথিবীর সমস্ত পাখি যেন একসঙ্গে গেয়ে উঠল। মনে হল পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় একসঙ্গে কেঁপে উঠল।

সে কি মন মাতানো গান!

পুলু দেখল, সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে, গির্জের মধ্যে কেউ বসে নেই। বেঠোফেন, মোৎসার্ট, বাখ সবাই দাঁড়িয়ে। পিয়ানোর হাত ধরে পুলু দাঁড়িয়ে পড়ল...